RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ আগস্ট- ২৫ আগস্ট, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 26, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 12 August - 25 August, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

রূপকথার পরিসমাপ্তি জামিন খারিজ, অনুব্রতর ঠাঁই কারাগারে

অবশেষে পরিসমাপ্তি রূপকথার উত্থানের। লুকোচুরি শেষে অবশেষে ঠাকুরঘর থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে ধরে নিয়ে গেল সিবিআই। বোলপুরে নীচুপট্টির বাড়ির দোতালায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে গ্রেপ্তার এড়ানোর শেষ চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি তথা দোর্দন্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বাড়িতে ঢোকার পর প্রায় ৪৫ মিনিট সিবিআই আধিকরিকরা তাঁর নাগাল পাননি। এরপর কার্যত বলপ্রোয়োগ করে অনুব্রত তথা কেষ্টর ঘরে ঢোকেন গোয়েন্দারা।

গোরু পাচার মামলায় তাঁর বরুদ্ধে অভিযোগতো ছিলই। পাশাপাশি সিবিআই-এর অভিযোগ তদন্তে অসহযোগিতা করছেন তিনি। দশবার সিবিআই তলব করলেও তিনি সাড়া দিয়েছেন মাত্র একবার। সিবিআই-এর দেওয়া নোটিশ সত্ত্বেও ১০ আগস্টও তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। ফলস্বরূপ ১১ আগস্ট সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তাঁকে সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন এবং ২০ আগস্ট অনুব্রতকে ফের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করেন।

এদিকে ২০ আগস্ট আদালতে ভবনে এসে সিধা লিফটে উঠে পাঁচতলায় রাজেশ চক্রবর্তীর এজলাসে ঢুকে শেষের দিকের একটি বেঞ্চে বসে পড়েন অনুব্রত। শুনানি চলাকালীন নির্লিপ্তই ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, এদিন সিবিআই-এর আইনজীবী অনুব্রতর আরও চারদিনের সিবিআই হেফাজতের আবেদন জানালে অনুব্রতর আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন দশদিন ধরে সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর মক্কেলকে জেরা করে কি পেয়েছেন তা আগে আদালতে জানানো হোক। এছাড়া তাঁর মক্কেল অসুস্থ। ২০১১ সাল থেকে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সিবিআই যখন তাঁর মক্কেলকে ডেকেছে তিনি সহযোগিতা করেছেন। আর যে রাইস মিলের কথা বলা হচ্ছে সেটা তিনি তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। আইনজীবী সন্দীপন বলেন, তাঁর মক্কেল অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই মামলায় যেমন কোন এফআইআর নেই তেমনি কোন চার্জশিটেও নাম নেই। অনুব্রতর আরেক আইনজীবী তাঁর গ্রেপ্তারির পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুললে সিবিআই-এর আইনজীবী কালীচরণ মিশ্র বলেন, অনুব্রত অনেক প্রভাবশালী। তাঁর অনেক সরকারি যোগ আছে। জেরা করার সময় সহযোগিতা করছেননা। এমনকি তাঁর মেয়েও তদন্তে সহযোগিতা করছেননা। তাই এদিন অনুব্রতকে আরও চারদিন সিবিআই হেফাজতের আবেদন করেন কালীচরণ বাবু। আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই—এর এই আবেদনকে সাড়া দিয়ে অনুব্রত মন্ডলকে আরও চারদিনের সিবিআই হেফাজতের দেন।

বোলপুরের এই দোর্দন্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল তথা কেষ্টর উত্থান অনেকটা রূপকথার মতন। বীরভূমের এই কেষ্টদা মন্ত্রীতো দূরের কথা হননি এমএলএ, এমপিও। এমনকি পঞ্চায়েত বা পুরনিরবাচনেও কখোনও প্রতিদ্বন্দিতা করেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে অষ্টম শ্রেণী পাস সেই কেষ্টই হয়ে উঠেছিলেন বীরভূমের দন্ডমুন্ডের কর্তা। দলতো বটেই, প্রশাসন, পুলিশ, সরকারি আধিকারিকরাও দুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলতে বাধ্য হতেন। এমনকি গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁর নির্দেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেসক্রিপশনও লিখেদিতে হয়েছিল সরকারি চিকিৎসককে।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে বোলপুরে এসে বাবার মুদির দোকানে কাজ শুরু করেন। বোলপুরে নীচুপট্টিতে সেইসময় যে ছোট ঘরটি তিনি মাথা গোঁজার জন্য তৈরি করেছিলেন, সেটাই এখন তাঁর নীল রঙের প্রাসাদোপম বাড়ি। একসময়ে কংগ্রেসের রাজনীতিতে নাম থাকলেও তেমন সক্রিয়তা ছিলনা। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে যাওয়ায় রাজনীতিতে তাঁর উত্থান শুরু হয়। বিশেষ করে ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বীরভূমের নেতা হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। জেলা থেকে রাজ্য কমিটি পর্যন্ত তিনিই হয়ে ওঠেন দলের অন্যতম প্রধান অর্থের জোগানদার। এরপর ধীরে ধীরে গোরু, কয়লা ও বালি পাচার ইত্যাদিতে নাম জড়ায় কেষ্টর। আজ পর্যন্ত কোনদিন ভোটে না লড়লেও গ্রেপ্তারির আগে পর্যন্ত লালমাটির জেলায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনিই।

খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় শ্রীলঙ্কা হয়ে উঠতে পারে পর্যটনশূন্য ভুটান

শ্রীলঙ্কার পর এবার ভারতের প্রতিবেশী দেশ ভুটানে দেখা দিতে চলেছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। ইতিমধ্যে ভুটানে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কমতে শুরু করেছে সঞ্চিত বিদেশি মুদ্রার পরিমাণও। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ২০২১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভুটানের হাতে ১১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ছিল। কিন্তু ২০২১ সালের ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, এক ধাক্কায় তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৭৫২ কোটিতে। মূলত, আট লাখের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই দেশের অর্থনীতি অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে পর্যটন শিল্পের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু করোনা বিধির কারণে অতিমারি'র সময় থেকেই প্রায় পর্যটনশূন্য ভুটান। একই সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘাতের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে গম এবং তেলের দাম বৃদ্ধি করার কারণেও সে দেশের একাংশ সঙ্কটের মুখে পড়েছে।

প্রশ্ন উঠে আসছে, তা হলে কি শ্রীলঙ্কার মতোই অবস্থা হতে চলেছে ভুটানেরও? কমতে কমতে শ্রীলঙ্কার রিজার্ভ বিদেশি মুদ্রাশূন্য হয়ে পড়েছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছে উত্তাল হয়েছে সে দেশের জনতা, রাজ্য-রাজনীতি। আকাশছোঁয়া জিনিসপত্রের দামও। জনতার রোষের মুখে পড়ে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়াকে। দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা না করলে ভুটানের অবস্থাও সুদূর ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কার মতোই হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। তবে অর্থনীতির হাল ফেরাতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে ভুটান সরকার। সম্প্রতি, এক বিজ্ঞপ্তিতে সে দেশের সরকার জানিয়েছে, কিছু বিশেষ যাত্রীবাহী যানবাহন, ভারী আর্থমুভিং মেশিন এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত বাকি সমস্ত ধরনের যানবাহন আমদানি নিষিদ্ধ করতে চলেছে। সে দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তরফে এ-ও জানানো হয়েছে, শুধু মাত্র পর্যটন শিল্পে কাজে লাগানোর জন্যই এই যাত্রীবাহী যানবাহনগুলি আমদানি করা হবে।

ভুটানের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের জুন মাস থেকে ভুটান আট হাজারেরও বেশি বিদেশি গাড়ি আমদানি করেছে। এটিও বিদেশি মুদ্রা কমে আসার প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম বলেও মনে করা হচ্ছে।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে নজিরবিহীন ভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সিবিআই হানা

শিলিগুড়িঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হানা দিল সিবিআই। ২৪ আগস্ট সিবিআই সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সন্ধ্যে পৌনে সাতটা পর্যন্ত প্রায় দশ ঘন্টা উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা। এদিন সিবিআইএ-এর এগারো জন আধিকারিক দুটি দলে ভাগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলো ও প্রশাসনিক দপ্তরে উপাচার্যকে জেরা করেন। জেরা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিক ও উপাচার্যের স্ত্রীকেও। শুধু এখানেই নয় কলকাতায় সুবীরেশের বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটেও হানা দেয় সিবিআই। তদন্ত শেষে সিল করে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাটটি। ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এসএসসি-র চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে সেই সময়ের নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে সুবীরেশের। এসএসসি-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রণজিৎ কুমার বাগ কমিটির রিপোর্টে নাম থাকায় বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশও করেছে ঐ কমিটি।

২৪ আগস্ট সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ সাধারণ দুটি ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে দুই নম্বর গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকেন সিবিআই আধিকারিকরা। একটি গাড়িতে চারজন এবং অন্য গাড়িতে সাতজন আধিকারিক ছিলেন। দুটি দলই ক্যাম্পাসের এক নম্বর গেটের কাছে উপাচার্যের বাংলোতে ঢুকে যান। সেই সময় বাংলোতে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মী, রাঁধুনি, মালি, উপাচার্য ও তাঁর স্ত্রীর ফোন নিয়ে নেন তদন্তকারীরা। এরপর সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাংলোতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় উপাচার্যকে।

তারপর চারজন সিবিআই আধিকারিক উপাচার্যকে নিয়ে প্রশানিক ভবনে তাঁর দপ্তরে যান। বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত দপ্তরে বসিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রণব ঘোষ, জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিত সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ প্রশাসনিক ভবনের পেছন দিয়ে একপ্রকার চুপিসারে উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়িতে করে তাঁর বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপাচার্য ও তাঁর স্ত্রীকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তদন্তকারীরা উপাচার্যের দপ্তরের বেশ কয়েকটি আলমারি সিল করে দিয়েছেন এবং একাধিক কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নিয়ে গেছেন। জানাগেছে, শুধু গ্রুপ ডি বা সি নয় এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে সিবিবিআই-এর হাতে এমনকিছু নথি হাতে এসেছে যার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্পর্ক রয়েছে

কীর্তি চক্রে সম্মানিত কোচবিহারের ছেলে শহীদ জওয়ান সুদীপ

কোচবিহারঃ ২০২০ সালের ৭ নভেম্বর কাশ্মীরের কুপওয়ারায় ডিউটিতে থাকাকালীন জঙ্গিদের গ্রেনেড হানায় শহীদ হন বিএসএএফ-এর ২০২০ জওয়ান সুদীপ সরকার। বীরত্বের কৃতিত্ব স্বরূপ ১৫ আগস্ট দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহীদ জওয়ান সুদীপকে মরণোত্তর কীর্তি চক্রে সম্মানিত করার কথা রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। আবেগ জড়িত গলায় সুদীপের স্ত্রী রুম্পাদেবী জানান, ২০০৫ সালে কর্মসূত্রে বিএসএফ-এর গোপালপুর ক্যাম্পে ১৬৯ ব্যাটালিয়নে পোস্টিং হয় জওয়ান সুদীপের। তখনই সুদীপের সঙ্গে পরিচয় হয় রুম্পাদেবীর। ঐ বছরই দিনহাটাবাসী রুম্পার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এরমধ্যে দুটি মেয়ে হয় তাঁদের। মেয়েদের নাম শুভ্রা ও অতিথি। ভালোই চলছিল সবকিছু। এরই মধ্যে ছন্দপতন। রুম্পা জানান, ঘটনার দিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ডিউটিতে যাওয়ার আগে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ ভিডিও কল করেন সুদীপ। ডিউটি থাকায় প্রায় আধঘন্টা কথা বলে ফোন ছেড়ে দেয়। রুম্পা বলেন, পরদিন অর্থাৎ ৮ নভেম্বর আমার জন্মদিনের দিনই সুদীপের শহীদ হওয়ার খবর পাই। কুপওয়ারায়

টহল দেওয়ার সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে গ্রেনেড হানায় শহিদ হন সুদীপ। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জঙ্গিদের লড়ে গিয়েছিলেন সুদীপ। রুম্পা জানান, আমার ইচ্ছে কোচবিহার শহরে সুদীপের আবক্ষ মূর্তি বা তাঁর স্মরণে একটা শহীদ বেদি তৈরি হলে ভাল লাগবে।

তৃণমূলের শিক্ষাকর্মীদের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত এনবিইউ ক্যাম্পাস

শিলিগুড়িঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অস্থায়ী দুই শিক্ষাকর্মী অ্যসোসিয়েশনের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ১২ আগস্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই পক্ষই এদিন মটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। উল্লেখ্য, এর আগেও সংগঠনের দুই গোষ্ঠী একাধিকবার ক্যাম্পসের ভেতরে ঝামেলায় জড়ায়। এক গোষ্ঠীর নেতা অমিত কুমার গুপ্তা নিজেকে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যসোসিয়েশনের সভাপতি পরিচয় দিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যেখানে অন্য গোষ্ঠীর নেতা প্রভাত কুমার গুপ্তা নিজেকে সংগঠনের সহকারী আহ্বায়ক হিসেবে দাবি করেছেন। অমিত অভিযোগ করেন, গত ১২ আগস্ট বিকলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর্মসূচী উপলক্ষে তাঁরা ক্যাম্পাসে সংগঠনের দপ্তর পরিষ্কার করতে গেলে প্রভাত লোকজন নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এমনকি তাঁর মাথায় তারা পাথর দিয়ে আঘাতও করে। জখম গুরুতর হওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অমিত বলেন, দলের নাম ভাঙ্গিয়ে প্রভাত চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার পরিকল্পনা করছিল। সেই চক্রান্তের কথা আমি প্রকাশ্যে আনতেই আমার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালিজও করে। দলকে সমস্ত বিষয়ে জানিয়েছি। অপরাধী প্রভাতের শাস্তি চাই।

এদিকে প্রভাতের বক্তব্য, সংগঠনের দপ্তর আমরা দেখাশোনা করি। ১২ আগস্ট অমিতের নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতি সেই দপ্তর দখল করতে গিয়েছিল। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও দলের নেতাদের পুরো বিষয়টা জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ড্রাইভারের চাকরি বিক্রির নামে টাকা তোলার পরিকল্পনা করে অমিত ও প্রভাতের একটি অডিও ভাইরাল হয়েছিল। এরপর এদিনের সংঘর্ষের পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার প্রণব ঘোষ বলেন, কর্মীদের মুখ থেকে বিষয়টি শুনেছি। তবে লিখিত ভাবে এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু জানায়নি। বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে দেখব কী করা যায়।

প্রকাশিত হলো বিরক্তিকর প্রকাশনার ১১ জন কবির কাব্যগ্রন্থ

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি বিরক্তিকর পত্রিকার তরফে কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে এগারো জন কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রবীণ কবি রণজিৎ দেব। তিনি বলেন 'যাদের কাছে সাহিত্য চর্চা বিরক্তিকর বলে মনে হয় তাদের মনের থেকে সাহিত্যের প্রতি বিরক্তির অবসান যেন ঘটে এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে''। সেইসাথে তিনি বিরক্তিকর পত্রিকার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান'। এরপর বিরক্তিকর পত্রিকার নতুন সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন দেবজ্যোতি রায়,সুবীর সরকার,অজয় মন্ডল। পত্রিকাটির সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রঞ্জন রায়। পরে শুভময় সরকারের হাত দিয়ে বিরক্তিকর প্রকাশনা থেকে নবীন প্রবীণ মিলিয়ে মোট ১১ জন কবির বই প্রকাশ পায়। প্রকাশিত প্রত্যেকটা কবিতার বই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অধ্যাপক ভগীরথ দাস। সবশেষে 'কবি অরুনেশ ঘোষ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা ২০২২' অনুষ্ঠানে কবি অরুনেশ ঘোষ কে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন গৌতম গুহ রায়। তিনি বলেন ' কলকাতা কেন্দ্রিক যে কাজ শুরু হয়েছিল। তার বিপরীতে তখন কাজ শুরু করেছিলেন অরুনেশ । সেসাথে বলেন যেদিন আমরা বলতে পারব আমি যা বলতে চাই, যা বলি তাই আমার কবিতা।সেদিন হবে অরুনেশের সপ্ন সফল। কারন অরুনেশ ঘোষ বলেছিলেন নিজের স্পর্ধার প্রতি বিশ্বাস রাখতে। মাটিকে ছুঁয়ে সৃষ্টির কথা বলতেন অরুনেশ''। সেটাই আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলেন গৌতম গুহ রায়। অম্বরীশ ঘোষের সঞ্চালনায় এদিনের অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পায়।

ঐতিহ্য মেনে বড়দেবীর পুজোর সূচনা হল কোচবিহারে

কোচবিহারঃ প্রতি বছরের মত এবারও জন্মাষ্টমীর দিন রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী বড়দেবী তথা দুর্গা পুজোর সূচনা হল কোচবিহারে। দেবত্র ট্রাস্টের তরফ থেকে ১৯ আগস্ট দেবী বাড়ির মন্দিরে পায়রা বলি এবং পরমান্ন ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে গৃহ পুজো করেন রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

হীরেন্দ্রনাথ বাবু জানান, আগামী রাধা অষ্টমীতে দেবী বাড়ির মন্দিরে আনা হবে ময়না কাঠ। সেদিন ময়না কাঠের মহাস্নান ও বিশেষ পুজো হওয়ার পর এই ময়না কাঠটিকে ট্রলির উপর স্থাপন করা হবে। এরপর তিনদিন হাওয়া খাওয়ানোর পর ঐ কাঠের ওপর নাটাবাড়ির চামটা থেকে আনা মাটি ও খড় সহযোগে বড়দেবীর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হবে। তারপর প্রতিপদে স্থাপিত হবে দেবীর ঘট। ১ অক্টোবর ষষ্ঠী পুজো থেকে শুরু হবে দেবীর মূল পুজো। চলবে ৫ অক্টোবর নিরঞ্জন পর্যন্ত। বলাবাহুল্য পাঁচ শতাধিক বছর আগে এই পুজো শুরু হয়।

বড়দেবীর প্রতিমা অন্যান্য প্রতিমা থেকে অনেকটাই আলাদা। ১১ ফুটের প্রতিমার গাত্রবর্ণ হয় লাল। প্রথমে এই প্রতিমার পুজো হয় ডাঙ্গরুআই মন্দিরে। এরপর প্রায় একমাস ধরে মদনমোহন ঠাকুর বাড়িতে পুজো হয়। পুজোয় একদিন অন্তর পায়রা বলি হয়।

বর্তমানে মদনমোহন বাড়িতে সেই পুজো চলছে। এখনও কোচবিহারের অধিকাংশ প্রবীণ বাসিন্দা পুজোর সময় বড়দেবীর মুখ দর্শন না করে অন্য প্রতিমার মুখ দর্শন করেননা। ঠিক তেমনি বড়দেবীর নিরঞ্জন না হওয়ায় পর্যন্ত কোচবিহারে অন্য প্রতিমা নিরঞ্জন হয়না।

থ্রো বলে বাংলার জুনিয়র দলে মালদহের চার

গাজোলঃ থ্রো বলে বাংলার জুনিয়র দলে সুযোগ পেল মালদহের চার খেলোয়াড়। মহিলা বিভাগে ১৪ জনের দলে জায়গা করে নিয়েছে বিকি মণ্ডল এবং কৌশিক রায়। আগামীতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নিজেদের সেরাটা তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছে এই চার খেলোয়াড়।

উল্লেখ্য, গত ৭ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধ্যম গ্রাম হাই স্কুলে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে থ্রো বল খেলোয়ারদের নিয়ে চূড়ান্ত বাছাই পর্ব হয়। মালদহ জেলা থেকে চারজন সেরা খেলোয়াড় এই থ্রো বল বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে চারজনই বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে। অ্যসোসিয়েশনের সম্পাদক আতিউর রহমান বলেন, এই চার খেলোয়াড় আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তামিলনাড়ুতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, এর আগে মালদহের কোন জুনিয়র খেলোয়াড় বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পায়নি।

অবশেষে তিনবছর পর স্কুল পর্যায় ফিরল সুব্রত কাপ

শিলিগুড়িঃ অবশেষে তিনবছর পর ফিরল স্কুল পর্যায় দেশের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা সুব্রত কাপ। তবে অবশ্য সব দল নয়, ২০১৯-২০ মরশুমে সেমিফাইনালিস্ট চারদলই খেলার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ১৯ আগস্ট থেকে কলকাতায় অনুর্ধ্ব ১৪ ও ১৭ ছেলেদের এবং অনুর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমদিনই সেমিফাইনাল খেলতে নেমে পড়েছে উত্তরবঙ্গের তিনদল-উত্তরদিনাজপুরের কুনোর কালীরণ হাইস্কুল, মালদার হাতিমারা হাইস্কুল ও দক্ষিণদিনাজপুরের সরলা বিএনএস হাইস্কুল। জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল সুযোগ পেয়েও প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন শুভ্র চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত চিঠি সামনে আসার পর থেকেই শিলিগুড়ি ও মালদার অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন কেন জেলা ও ক্লাস্টার পর্যায় আয়োজন না করে রাজ্যে সরাসরি ২০১৯-২০ মরশুমে সেমিফাইনালিস্ট চার দলকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মালদা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার সচিব পুষ্পেন মিশ্র বলেন, করোনার পর রাজ্যে যে সুব্রত কাপ শুরু হচ্ছে সেটাই জানতামনা। ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশনের কাছে শেষবারের সেমিফাইনালিস্টদের ফোন নম্বর ছিল ওরা সরাসরি স্কুলগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে কলকাতায় খেলতে যেতে বলেছে।

শিলিগুড়িতে জুন মাসেই জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের পুরনো কমিটির সচিব অনুপ সরকার বলেন, স্কুলের ছেলেমেয়েরা ক্লাব ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে রাজ্য-জেলা প্রতিযোগিতায় খেলছে। কিন্তু রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ৩৪ ডিসিপ্লিনের প্রতিটিই বন্ধ রাখা হয়েছে। করোনা কমে গেলেও স্কুলের খেলা শুরু করতে অসুবিধা কোথায় তা বুঝতে পারছিনা।

কোচবিহার নিউটাউন প্রোগ্রেসিভ এসোসিয়শন ফর সোশ্যাল সার্ভিস সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আজ স্বাধীনতা দিবস। ৭৫ বছর আগে বহু বীর শহীদদের বলিদানে আজকের ১৫ই আগস্টের দিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। সেই মহান ক্ষণকে স্মরণে রেখে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি এই দিনটি উদযাপন করলো।

সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন - বিবিধ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এই দেশ, খাদ্যে পরিচ্ছদে জাতিতে ধর্মে বর্ণে বিভিন্ন রকম বৈচিত্র সত্যেও আমরা সকল ভারতবাসী একই সুরে গেয়ে উঠি আমাদের জাতীয় সংগীত জনগণমন। তাই এখানে কোনরকম বিভেদ বা বিচ্ছেদ বা কোন রকম দলাদলি ভুলে গিয়ে সবাইকে একত্র করে আমরা আমাদের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করলাম। এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী উন্নত ভারতবর্ষ ই আমাদের স্বপ্ন। সংস্থার পক্ষে সঞ্জয় ভট্টাচার্জি, বিষ্ণুপদ পাল, গনেশ দাস ও আরো অনেকে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

ইতালিতে উইন্ড সোলার পাওয়ার বিশ্ব সম্মেলনের মডেল তৈরি করলেন শিলিগুড়ির উত্তম দাস

শিলিগুড়িঃ একটা সময় ছিল যখন শিলিগুড়িতে ঝুলন মানেই ছিল বহু চর্চিত বিষয়ে যেমন- জুরাসিক পার্ক, নায়গ্রা ফলস প্রভৃতির ওপর উত্তম দাসের মডেল। এবার সেই উত্তম দাসের তৈরি হাইড্রো উইন্ড সোলার প্রকল্পের মডেল পাড়ি দিল ইতালিতে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইতালিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হাইড্রো উইন্ড সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন।

সেখানে বিশেষজ্ঞরা উত্তম দাসের এই মডেল দেখিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এই উইন্ড সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন। উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগে উত্তমের তৈরি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের মডেল সুইৎজারল্যান্ডে গিয়েছিল।

এই হাইড্রো উইন্ড সোলার প্রকল্পের মডেল তৈরির জন্য উত্তম বড়জোড় ২০ থেকে ২৫ দিন সময় পেয়েছিলেন। ১৮ আগস্ট শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া থেকে উত্তমের এই মডেল দিল্লিতে গেল। এরপর তা যাবে দিল্লিতে। এই মডেলটির মোট আটটি পার্ট রয়েছে। মডেলটি তৈরি করতে ফ্রান্সের বিশেষ ধরনের এক রাসায়নিকের পাশাপাশি আমেরিকার এক ধরনের স্কাল্পচার পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া গিয়ার মোটর, সিলিকন, অপটিক্যাল ফাইবার ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী দিয়ে মডেলটি তৈরি করেছেন তিনি।

উত্তম আশা প্রকাশ করেন সুইৎজারল্যান্ডের মত ইতালিতেও তাঁর মডেলটি প্রশংসিত হবে।

আর্ন্তজালে সঙ্কোশের পুনর্জন্ম

বিশেষ সংবাদদাতাঃ সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে আর্ন্তজালে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করল সাহিত্য পত্রিকা 'সঙ্কোশ' । উপস্থিত অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। অস দোতারার সুরে উপস্থিত দর্শকদের মোহিত করেন পরিতোষ কার্জি। সঙ্কোশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠতা অধ্যাপক অলক সাহার কথায় উঠে এল একটা সময় টিউশনির জমান টাকায় সঙ্কোশের পথচলা শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস। আর্ন্তজাল মাধ্যমে আজ সঙ্কোশের নতুনভাবে ফিরে আসার জন্য অলক বাবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই প্রজন্মের জনপ্রিয় কবি পীযূষ সরকার কে। পত্রিকার আরেক প্রতিষ্ঠতা হরিলাল ঘোষ স্মৃতিচারনা করতে গিয়ে সঙ্কোশের আরেক প্রতিষ্ঠতা হরিলাল ঘোষ উল্লেখ করেন সেসময় সঙ্কোশে প্রকাশিত হওয়া নিখিলেশ রায়ের অনবদ্য সব কবিতার কথা। 'বিশ্ব সাহিত্যের মুক্ত পরিসর -সাম্প্রতিকের দান' শীর্ষক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কবি ও প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক সুমন গুণ। তিনি বলেন ' লয় আর উত্থান কে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সত্য আর কল্পনার জগৎ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর্ন্তজালের আগ্রাসনের ইতিবাচক দিক নিয়ে বলার পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন আজ এই আর্ন্তজালের জন্য লেখক ও পাঠকের দূরত্ব ঘুচে গেছে। এরপর 'ভাষা ও সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি ও অধ্যাপক নিখিলেশ রায় উল্লেখ করেন বাংলা ভাষা চর্চার বিস্তৃত অঞ্চলের কথা। । সেইসাথে কবিতার ক্ষেত্রে দেখা উচিত স্থান,কাল,ভূগোল আর ইতিহাসকে। জীবনানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন আমাদের এমন কবিতা লেখা উচিত যাতে জাগরণ হয়। নইলে কবিতা মূল্যহীন হয়ে পরে। আর্ন্তজালে কবিতা অনেক ক্ষেত্রে আত্মপ্রচার এর জন্য লেখা হয়। কেননা সেখানে বলতে গেলে সবাই কবির প্রশংসা করে। সমালোচনাটাও হওয়া উচিত ভাল কবিতা লেখার জন্য। তিনি এও বলেন আজকাল কবিতা পাঠের আসরে দেখা যায় সেখানে অনেক কবি নিজের কবিতা পাঠের পর শেষ অবদি অন্য কবির কবিতা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেননা । তিনি বলেন ৯৮ সাল নাগাদ তিনি বালুরঘাটে রাত একটার সময় দেখেছেন এক অনুষ্ঠানে বাংলা কবিতা শোনার জন্য ভিড়। যা আজ পর্যন্ত তিনি আর কোথাও দেখেন নি। এরপর ছিল কবিতা পাঠের আসর। আবদুল্লা মিয়াঁ, প্রশান্ত দেবনাথ,বিবেক চৌধুরীর মত প্রবীণ কবির পাশাপাশি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনায় পীযূষ সরকার,খোকন বর্মন,সুজন বর্মন, মীনাক্ষী মুখার্জি ,গার্গী চৌধুরী,বাপি সূত্রধর, খুরশিদ আলমের মত নবীন প্রজন্মের কবিরা। অনুষ্ঠান চলার মাঝেই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্ত অসাধারন একটি ছবি একে উপহার হিসেবে তুলে দেন এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগতা কবি পীযূষ সরকারের হাতে। জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী হিমাদ্রি দেউরির কণ্ঠের অসাধারন সব ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পাট বাচাতে পলিথিন পুড়িয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কিষান ক্ষেতমজুর কংগ্রেসের

পার্থ নিয়োগীঃ কেন্দ্র সরকার বাংলার পাটচাষিদের ক্রমাগত অবজ্ঞা করে চলেছে এটা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা বহুদিন সরব। এমন কি কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতির জন্য আজকে বাংলার পাট চাষিদের আজকে এই কঠিন দিন বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেস এর অনেক নেতা। সম্প্রতি বাংলার পাট শিল্পের দুর্দশার জন্য কেন্দ্র সরকার কে দায়ী করে বিজেপি ছেরে তৃণমূলে এসেছেন সাংসদ অর্জুন সিং। আর এই দুর্দশাগ্রস্থ পাটচাষিদের হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চরিয়ে অভিনব প্রতিবাদে নামল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর কংগ্রেস। গত ৩১ জুলাই কোচবিহার কাচারি মোড়ে পলিথিন পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কিষান ক্ষেতমজুর কংগ্রেস ।

এই কর্মসূচীতে অংশ নিতে জেলার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর কংগ্রেসের বহু সদস্য এদিন কাচারি মোড়ে উপস্থিত হয়। এরপর তারা সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়ার নেতৃত্বে পলিথিনে আগুন লাগিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

এদিনের আন্দোলনের প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর এর সভাপতি খোকন মিয়া বলেন 'বর্তমান মোদি সরকার মুখে পাটচাষিদের উন্নতি নিয়ে পাটের ব্যবহার বাড়াবার কথা বললেও বাস্তবে তার বাস্তবায়নের জন্য আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উল্টে তার আমলে পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন, প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। পাটচাষিরা পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছে না। আর এরই প্রতিবাদে এদিনের কর্মসূচী বলে তিনি জানান। সেইসাথে তিনি বলেন, পাটচাষীদের প্রতি এরকম অবহেলা কেন্দ্রের তরফে চললে আগামীতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।'

দি রিয়াল সুপার হিরো ২০২২ পুরষ্কার পেলেন চিকিৎসক অজয় মন্ডল

পার্থ নিয়োগীঃ মানবদরদী এক চিকিৎসক হলেন ডাক্তার অজয় মন্ডল। রোগীর কল্যানে বিভিন্ন সামাজিক কাজে তিনি যুক্ত। এরজন্য বিভিন্ন সংস্থার তরফে বিভিন্ন সময় তিনি পুরষ্কিত হয়েছেন।সম্প্রতি ফরওভার স্টার ইন্ডিয়া সংস্থার তরফে ' দি রিয়াল সুপার হিরোস পুরষ্কার ২০২২' সন্মান প্রদান করা হল। এবারের পুরষ্কার বিচার্য্য বিষয় ছিল 'কোভিড পিরিয়ডে চিকিতসা পরিষেবা ও কোভিড আক্রান্তদের জন্য সমাজসেবা' ।আর কোভিড সময়কালে চিকিৎসক অজয় মন্ডল ভয়ডরহীন ভাবে সাধারন মানুষের চিকিৎসা করে গেছেন। শুধু এই নয়। রোজগারহীন কয়েকশো পরিবারের পাশে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে পাশে দারিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে সংস্থার তরফে তাকে কলকাতায় পুরষ্কার প্রদান করার কথা ছিল।কিন্তু একই সময় কলকাতায় আরও একটা সম্বর্ধনা ও পুরস্কার অনুষ্ঠান থাকায় অজয় বাবু সেদিনের অনুষ্ঠানে ইচ্ছে থাকলেও উপস্থিত থাকতে পারেননি। ফলে ডাক মারফত দিনহাটায় তার বাড়িতে পুরস্কার পাঠান হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই পুরস্কার পেয়ে তিনি আপ্লুত। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার অজয় মন্ডল বলেন ' এই পুরস্কার শুধু আমার নয় । এই পুরস্কার আপনাদের সবার। চিকিৎসক হিসেবে এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আমায় আরও বেশি উৎসাহিত করল। যাতে আমি আরও বেশি করে দুঃস্থ অসহায় রোগীদের অফলাইনের পাশাপাশি আমার কাছে না আসতে পারা রোগীদের অনলাইনে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারি'।একইসাথে তিনি তার স্ত্রী এবং তার চেম্বারের সকল এটেন্ডেন দিদি ও তার নার্সিংহোমের

সকল সিস্টার দিদিদের পাশাপাশি নার্সিংহোমের সকল কর্মচারীদের এই পুরস্কার তিনি উৎসর্গ করেন। কারন হিসেবে তিনি বলেন কোভিডের সময় এনারা কোভিডের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন চেম্বারে এসে আমায় সাহায্য করেছেন।নইলে তার একার পক্ষে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হতনা। এইজন্য ডাক্তার অজয় মন্ডল তার চোখে রিয়েল সুপার হিরো হিসেবে দেখেন সেই মানুষদের জারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে মানুষের জন্য কাজ করেছেন কোভিড কালে।

একটি ব্রিজ আর কিছু কথা

শৌভিক রায়

বিভূতি বলল,

- এটায় উঠতেই হবে!

উঠব কীভাবে? থামলে তো! নাকের ডগা দিয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল বাসটা।

চার নম্বরে রাস্তা অনেকটা বাঁক নিয়েছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে আলোর সারি। বুঝলাম ব্রিজের জ্যাম খুলেছে।

কোচবিহারে আড্ডা দিয়ে সন্ধে নাগাদ হরিশ পাল চৌপথি থেকে বাস ধরেছিলাম। বাণী নিকেতন গার্লস স্কুলের সামনে এসে দীর্ঘ লাইন দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না, কপালে দুঃখ আছে! জানা গেল, ঘুঘুমারি রেল ব্রিজে ট্রাক নষ্ট হয়েছে। মেরামতি চলছে। কখন রাস্তা খুলবে ঠিক নেই।

এই এক ব্রিজ! সারা ভারতে এরকম আর একটিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। রেলের হলেও এই ব্রিজ দিয়ে বাস, ট্রাক, টেম্পো, মোটর সাইকেল, স্কুটার, রিক্সা, ঠ্যালা সব চলে। এটিই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র সেই রেল ব্রিজ যেখানে ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন ব্রিজটি তার চলার মতো হবে!

কোচবিহারে তখন ঢুকবার পথ এই একটিই। শিলিগুড়ি, তুফানগঞ্জ, ফালাকাটা, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা ইত্যাদি সব দিক থেকেই রাজনগরে পৌঁছবার এই একটিই পথ! রেল ব্রিজটি সিঙ্গেল ওয়ে হওয়ায় বিপত্তি আরও। শহরে ঢুকতে বা বেরোতে কোনও একবার আটকে থাকতেই হবে! খুব খুব খুব কপাল ভাল হলে ব্রিজ পেরোনো যাবে দ্রুত।

কিন্তু আমার তো চিরকাল সেই কপাল। তাই সকাল বিকাল রাত মায় গভীর রাত যখনই আসি, ব্রিজ বলে 'ধীরে যা রে বন্ধু!' তা সেদিনও তাই। ট্রাক নষ্ট হওয়ার জন্য ব্রিজের দুদিকেই লম্বা লাইন। অগত্যা হাঁটা শুরু। হাঁটতে হাঁটতে কিমি পাঁচেক চলে আসবার পর প্রথম বাসের সঙ্গে দেখা। তিনি অবশ্য থামলেন না। দ্বিতীয় বাসটিও যখন থামল না, তখন বুদ্ধি খুলল। চার নম্বরে একটি বিকট বাম্প ছিল। দাঁড়ালাম তার সামনে। পরের বাসটি সেখানে স্পিড স্লো করতেই বাসের পেছনে ছাদে ওঠার সিঁড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম দুজনে। বাস থামল দেওয়ানহাটে। এবার পেছন থেকে নেমে বাসের ভেতর। পয়সা বাঁচল। হু হু হাওয়ায় এতক্ষণের পরিশ্রমের ঘাম শুকিয়ে গেল!

এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের মাঝবয়েসী (নাকি বুড়ো!) প্রত্যেকেরই কমবেশি আছে। সে আমলে কোচবিহারের রেলব্রিজে আটকে থাকেনি এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। আর সবারই টিপিক্যাল সব স্মৃতি আছে সেই আটকে থাকার।

একেই রেলব্রিজ। তার ওপর গাড়ি চলছে। অর্থাৎ পিচের ওপর রেল লাইন। আর সেই রেল লাইনের গর্তে সাইকেলের চাকা ঢুকে কতজন যে 'পপাত চ' হত তার হিসেব ছিল না! ব্রিজের দুদিকের দুটো রাক্ষুসে গতি নিরোধক ঢিপিতে কত গাড়ির তলা যে ফেটে যেত সেটাই বা জানছে কে! সেই সময়ে ব্রিজকে আমরা প্রতিদিন গালি দিতাম। মজা হল, ব্রিজ পার হলেই কষ্ট ভুলে যেতাম মুহূর্তে!

সেই রেল ব্রিজ এখন শুধুমাত্র ট্রেনের জন্যই। বহুদিন আগেই গাড়ি চলাচলের অন্য সেতু হয়েছে। আজকের প্রজন্ম বুঝবে না কেমন ছিল সেই দিনগুলি।

আমাদের জীবনটা কি ওই ব্রিজের মতো নয়? একসময় হৈ চৈ, সবার কাজে লাগা, অন্যের বিরক্তির কারণ হলেও গুরুত্ব পাওয়া! তারপর? পরিত্যক্ত! একা। হঠাৎ কখনও কোনও ট্রেনের মতো কারও সঙ্গে সামান্য দেখা বা কথা! বাকি সময়? নিস্তরঙ্গ। জীবন বয়ে চলবে যেমন বয়ে চলে তোর্ষার প্রবাহ। শুধু দেখে যাওয়া চুপচাপ কোনও এক জায়গা থেকে। ওই ব্রিজের মতোই....

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার মানে ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার বয়স আজ ৭৫ হতে চলল। সময়টা কিন্তু কম হোলনা। একটু পিছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাব এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের উন্নতি যথেষ্ট ইতিবাচক। বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি হবার পথে আমরা। মহাকাশ বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ ভারত বিশ্বের প্রথম সারিতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও যে আমাদের উন্নত পরিকাঠামো আছে তার বড় প্রমাণ অতিমারির সময় ভারতের দেশীয় কোম্পানিদের ভ্যাক্সিন বানানো এ দেশের মাটিতে। কিন্তু কথায় বলে প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকে।তেমনি ঝা চকচকে অর্থনীতির মাঝেও দেখতে পাই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দুর্দশা। অতিমারির সময় রেল লাইন ধরে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ট্রেনে কাটা কিংবা উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে এই শ্রমিকদের ওপর জল কামান প্রয়োগ। রেল স্টেশনে মাটিতে লুটিয়ে পরা সেই মৃত শ্রমিক মায়ের হাত ধরে খেলতে থাকা শিশুর ছবি দেখে সবাই শিউরে উঠলেও এরাজ্যের এক বিজেপি সাংসদ বলেছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দেশপ্রেমের নামে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বলে গোলি মারো। একই চিত্র বিভিন্ন রাজ্যেও। দল ভাঙিয়ে সরকার গঠন এর প্রচেষ্টা আবার সমাজ গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখা শিক্ষকদের নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে এরাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জেলে থাকা। তাই নেতিবাচক দিকটাও অনেক গভীর। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে হবেনা এগিয়ে আসতে হবে সচেতন নাগরিকদের। তবেই না অন্ধকার দুর করে স্বাধীনতার প্রকৃত মানের বাস্তবায়ন ঘটবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

ভালোবাসার খুনি কারা ?|||

- পুর্বালী দে

অভিযোগের প্রমাণ গলি,
সূক্ষ্ম খরবায়ু,
দুচোখ নামায় ঠোটের তলে,
নীরবতার আয়ু।
আদিমতায় মিশে ছিল,
ইতিহাসের প্রাণ,
প্রাসাদ আলোয় অবাঞ্ছিত,
অবাধে নিবার্ণ।
দূরত্ব হোক রঙিন সফর,
ছন্নছাড়া এ জীবন,
ভালোর নামে অগাধ জমি,
প্রকাশিত হোক মন।
দশক থেকে শাসন চলে,
নিলোর্ভের নামে অঝোর ধারা,
হত্যা থেকে মামলা চলে,
ভালোবাসার খুনি কারা ?

প্রবন্ধ

যাঁরা দেশপ্রেমিক তারাই দোষী!

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে ফিরে দেখা সাংবাদিকতার ইতিহাস

সৌরভ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক তথা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চেতনা বিস্তার করেছিল এবং আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে দেশাত্মবোধ ও আত্মশক্তির বিকাশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দল ও সংগঠনগুলির মতো সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, সংবাদ মাধ্যমও তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছিল নানাভাবে। যেমন ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার এক দমনমূলক আইন 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' জারি করে, যার ফলে কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি সমেত বাখরগঞ্জের 'বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি বা ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি ইত্যাদিকে ১৯০৯ থেকেই বেআইনি ঘোষিত করা হয়। তেমনি ১৯০৮-এর জুন মাসে ভারত সরকার বিস্ফোরক দ্রব্য বিষয়ক এবং সংবাদপত্র সম্পর্কিত দুটি আইন পাশ করে। সংবাদপত্র বিষয়ক নিউজ পেপারস্ (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট। সরকারের মতে যারা রাজদ্রোহমূলক রচনা ছাপায় তারা অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হবার উপযুক্ত। বস্তুত সরকার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। যাঁরা দেশপ্রেমিক তারাই দোষী, আর যাঁরা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সরকার তারাই আইনের রক্ষক। এই ছিল অদৃষ্টের পরিহাস। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'যুগান্তর'-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলার রায়দানকালে কয়েকটি রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন : "প্রবন্ধগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারত আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।" আর এক আমলা স্যার হার্ভি অ্যাডামসন বড়লাটের আইন পরিষদে সংবাদপত্রে কণ্ঠরোধের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন।

তাহলে এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসছে সেটি হল, সরকার কি সব পত্রিকাই বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল? না, তাদের রাগ বেশি কয়েকটি কাগজের ওপর— যেমন 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সঞ্জীবনী', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' ইত্যাদি । বলা বাহুল্য সাময়িকপত্র তো কতই ছিল। স্বদেশি পর্বে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অনেক অনেক কাগজেই স্বদেশি প্রচার চলত, তবে যেহেতু স্বদেশি পর্বে ছিল নানা ঝোঁক, নানা মাত্রার দল-উপদল, রচনাগুলির মধ্যেও ছিল নানা সুর। কোথাও নরম, কোথাও চড়া। আর শুধু কি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেই স্বদেশি যুগে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা বোঝা যাবে? একদম নয়। বিভিন্ন জেলায় ও মফস্সলে ছিল। বেশ কিছু ভালো কাগজ।

তবে স্বদেশি পর্বে সংবাদ-মাধ্যম যে কতখানি কার্যকর ও শক্তিশালী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বেও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাতেই অরবিন্দ ঘোষ যেমন চরমপন্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যাতা, তেমনি এই স্বদেশি যুগেই তিনি বাঙালিকে প্রথম বুঝিয়ে বললেন 'স্বরাজ' মানে পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯০৬-তেই তিনি জানিয়েছিলেন যে "Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control"। কে না জানত এর তেইশ বছর পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এমনকি ১৯২৮-এর কলকাতা অধিবেশনেও তাদের দৌড় "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' পর্যন্ত। ভারত সরকারের 'হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস' (মে, ১৯০৮) থেকে একটি নথি উদ্ধার করেছি। বাংলা সরকারের হোম সেক্রেটারি গেট (E A. Gait) লিখেছিলেন: "Of Arabinda's connection with the secret society we have little direct evidence, the reason being that, here as in the case of the editorship of his paper, he has been careful to avoid doing anything which would enable any charge to be proved against them"। এই পত্রিকা অবশ্যই 'বন্দে মাতরম'। আর 'যুগান্তর'-এর ভূমিকা ? ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড পত্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলার রায়দানকালে মন্তব্য করেছিলেন যে পত্রিকাটি "অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারতের আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই" এর প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

অরবিন্দ যেমন শুধু 'বন্দে মাতরম্' বা 'যুগান্তর' নয় 'কর্মযোগিক পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত, তেমনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শুধু 'সন্ধ্যা' নয়, 'স্বরাজ' নামে পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মোট পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে ৩১৫টি— সম্পাদকদের মধ্যে ৮০ জন ব্রাহ্মণ, ৬৬ জন কায়স্থ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের আধিপত্য। আরেকটি তথ্য প্রগতিশীল সঞ্জীবনী'র চেয়ে রক্ষণশীল 'হিতবাদী' বা 'বঙ্গবাসী'র বিক্রি বহু বেশি। মফস্সলের কাগজগুলির মধ্যে দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত 'বরিশাল হিতৈষী' ওই জেলায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। যেমন রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ', ঢাকায় 'পূর্ব বাংলা', খুলনায় 'খুলনাবাসী' ও 'পল্লীচিত্র'। হাওড়ার গীতি কাব্যতীর্থের হাওড়া হিতৈষী' কিংবা ময়মনসিংহের বৈকুণ্ঠনাথ সোন সম্পাদিত 'চারুমিহির' শুধু বঙ্গভঙ্গ বিরোধই নয়, গরম লেখার জন্য খ্যাত।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের কুখ্যাত আইনের পর বন্দে মাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি এমনকি নিউ ইন্ডিয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ছিল অনেক যেমন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন', পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড" বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্য নর্ডান রিভিউ' (সব ইংরেজি) আর বাংলা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'নব্য ভারত, সুরেশচন্দ্র সমাজতির 'সাহিত্য' ইত্যাদি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' এবং নবপর্যায় মাসিক 'বঙ্গদর্শন'। সব কথা বলতে গেলে সাতকাহন।

নানা পত্রিকাতেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে জনমত গঠনে সাহায্য লক্ষ্য করি। সরকারের মতে তো দৈনিক পত্রিকার চেয়ে সাময়িক পত্রিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমগুলির তুলনামূলক আলোচনাও চিত্তাকর্ষক, তাহলে যার যেমন চরিত্র, তার তেমন সুর বোঝা যায়। আসলে পত্রিকাগুলি শুধু সমসাময়িক ইতিহাসের প্রাথমিক আকর উপাদানই নয়, সেই যুগের চরিত্র ও মেজাজ বোঝার দর্পণ বটে।

গল্প

| অমৃত মহোৎসব ||

সুকান্ত নাহা

বিরক্তি উগড়ে দিয়ে টিভির ভ্রষ্টাচার-পাঁচালী বন্ধ করে দেয় অচিন্ত্য। মুহূর্তে দশ বছরের পুরনো পোর্টেবল টিভিটার মুখ ঢেকে যায় অন্ধকারে। কালো টিভি স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে অচিন্ত্যর যেন ঘোর লাগে। মনে হয় ঐ নিকষ অন্ধকার যেন টিভির পর্দায় নয় সমস্ত পারিপার্শ্বিক জুড়ে নেমে এসেছে। পুরো সমাজটাই যেন পচে যাওয়া সিস্টেম,ঘুণে খেয়ে ফেলা মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতিহীন রাজনীতির চরম পরাকাষ্ঠা সমেত টাইটানিক জাহাজের মত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কোথাও যেন একবিন্দু আশার আলো নেই। সেই গানের লাইনটা হঠাৎ মনে পড়ে যায় অচিন্ত্যর " নাই, নাই এ আঁধার থেকে ফেরার পথ নাই..."।

সত্যিই কী সব আলো মুছে গেছে! আলোয় ফেরার কোনও পথই কী নেই? তা কী করে হয়! আফসার'দা যে বলতেন," সব পথ বন্ধ হলেও একটি পথ অন্তত খোলা থাকবেই। সেই পথ খুঁজে নিতে হবে... " । কোথায় সেই পথ আফসার দা? আমি যে কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি আমি দিশা হারিয়েছি। অন্ধকারে অন্ধ নিশাচরের মতো দিকভ্রান্ত হয়ে পথ খুঁজছি। যে পথের স্বপ্ন তোমরা দেখিয়েছিলে সেই পথটাই তো শুধু চেনা ছিল আমাদের। অথচ সে পথের দিশাও একদিন আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরাও পারিনি। কেউ আমাদের বিশ্বাস করেনি সেদিন। অনেকেই ভুল ভেবেছিল আমাদের। আতংকিত হয়েছিল। তার অবশ্য কারণও ছিল যথেষ্ট। অথচ সেসব হতে পারে ভেবে তো আমরা ঝাঁপিয়ে পড়িনি রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে। চেয়েছিলাম স্বচ্ছ, বৈষম্যহীন, সুস্থ সমাজ। ফিরে আসার পর মানুষ করুণার চোখে দেখত আমাদের। অথচ আমাদের স্বপ্ন সাকার হলে হয়ত এই অন্ধকার দেখতে হত না আজ। গোপন আস্তানা থেকে পালানোর পথে পুলিশের বুলেটবিদ্ধ হওয়ার আগে তুমি বলে গেছিলে ," আমি ফিরতে পারব কিনা জানিনা, তোদের হাতে ব্যাটনটা দিয়ে গেলাম। মনে রাখিস, যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তাতে কোনও ভুল ছিল না ..."। আমরা পারিনি তবে ব্যাটনটা হারায়নি। প্রতীক্ষায় আছি, কবে একজন সত্যিকার মুক্তিকামী বজ্রকঠিন মানুষ জন্ম নেবে এ মাটিতে। যাঁর হাতে তোমার স্বপ্নের ব্যাটন তুলে দেব।কথাগুলো ভাবতে ভাবতে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অচিন্ত্যর হাসি পায়। বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই। কবে চুল্লির আগুন টেনে নেবে তার ঠিক নেই এখনও স্বপ্ন জিইয়ে রাখা। হাঃ । এই আমূল পরিবর্তিত সমাজে সেই স্বপ্নের দিন ফেরা বোধহয় দূর অস্ত। ঠক-ঠক-ঠক। দরজায় শব্দ হতেই বিরক্ত হয় অচিন্ত্য। এত রাতে কে? টোটো ভাড়া নিতে মাঝে সাঝে লোক আসে বটে। চোখের সমস্যার জন্য রাতে টোটো বের করতে চায় না অচিন্ত্য । তবু কারো অসুখবিসুখ করলে গাড়ি বের করতেই হয়। শহর ছাড়িয়ে এই তেমুল্লক থেকে রাতবিরেতে কে আর রোগী নিয়ে যাবে এক অচিন্ত্য ছাড়া। অগত্যা যেতেই হয়।দরজা খুলতেই দুজন ছেলেকে চোখে পড়ে অচিন্ত্যর। পাড়ার ক্লাবের সদস্য।-" কী ব্যাপার?" অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করে।-" পরশু স্বাধীনতা দিবস জেঠু। স্বাধীনতার ৭৫ তম অমৃত মহোৎসব । এবারে ক্লাবের পতাকা উত্তোলনটা আপনি করবেন। তাই বলতে এলাম..." ।অমৃত!! কোথায় অমৃত!! আর কীসেরই বা এত মহোৎসব ! যে দেশে এখনও মানুষ... নাঃ কথাগুলো মুখে এসেও আটকে যায় অচিন্ত্যর। যা বলবার সেদিনই বলবে। অমৃত মহোৎসবের দিন ভেতরের যাবতীয় বিষ একেবারে উগড়ে দেবে। যা হয় হোক। অনেকদূর পর্যন্ত চোঙাওয়ালা মাইক ...অনেক, অনেক মানুষ যাতে শুনতে পায় কান খুলে ...ছেলেগুলো একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অচিন্ত্যর শক্ত হয়ে ওঠা চোখমুখের দিকে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নাটাবাড়ি

পর্ব-২

আজকের কুচবিহার প্রাচীন কামরূপের চারটি পীঠ (কামপীট, রত্নপীট, সুবর্ণপীঠ ও সৌমারপীট) এর মধ্যে রত্নপীঠের অন্তর্গত ছিল।এই রাজ্য কখনো কামতাপুর বা কামতা নামে পরিচিত ছিল। বিশ্বসিংহ(রাজত্বকাল ১৫১৫-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন এই কামরূপ বা কামতা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিব ও দুর্গার উপাসক এবং ধর্মপরায়ন মহারাজের সময় থেকে রাজ্য বড় ও শক্তিশালী হতে থাকে। তিনি "কামতেশ্বর"উপাধি গ্রহণ করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মহারাজ বিশ্বসিংহের পর সিংহাসনে বসেন মহারাজ নরনারায়ন (১৫৩৩-১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) । তিনি ও তাঁর ভাই সেনাপতি চিলারায় তাদের বীরত্ব ও রণকৌশলের মাধ্যমে 'বেহার' রাজ্যকে সাম্রাজ্যের রূপ দিয়েছিলেন এবং এইসময় বেহার রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মহারাজ নরনারায়ন এর পর রাজা হন তাঁর পুত্র লক্ষীনারায়ন (১৫৮৭-১৬২১খ্রিষ্টাব্দ)। মহারাজ লক্ষীনারায়ণের অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে যুবরাজ বীর নারায়ন ছাড়া রাজকুমার মহীনারায়ন বা গোসাই মহীনারায়ণ,ব্রজ নারায়ন ও ভীম নারায়ন প্রত্যেকেই পরাক্রমশালী ছিলেন। আকবরনামায় উল্লেখ আছে,কুচবিহারের রাজপুত্ররা পূর্বে "গোসাই"(গোসাই) নামে অভিহিত হতেন। মহারাজ লক্ষীনারায়ন পুত্র গোসাই মহীনারায়ণ "ছত্রনাজির" বা "নাজির দেও" হয়েছিলেন মহারাজা বীর নারায়ণের সময় এবং মহীনারায়ণের ছত্রধরার বৃত্তান্ত রাজোপাখ্যানে উল্লেখ আছে। মহারাজ লক্ষীনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ হন যুবরাজ বীর নারায়ন (১৬২১-১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)। মহারাজ বীর নারায়নের পুত্র মহারাজ প্রাণ নারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হয়ে মারা গেলে নাজির দেও মহীনারায়ণের চার পুত্র জগৎ নারায়ন, দর্পনারায়ন, যজ্ঞ নারায়ণ , চন্দ্র নারায়ন এর মধ্যে সিংহাসন দখল নিয়ে প্রচণ্ড ভাতৃবিরোধ শুরু হয়। চিন্তিত মহিনারায়ণ অনন্যোপায় হয়ে মহারাজ প্রাণ নারায়ণ (১৬২৫-১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর দ্বিতীয় পুত্র মোদ নারায়ন (১৬৬৫-১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ) কেই সিংহাসনে বসান। নতুন মহারাজার অভিষেকের পরেও নাজির দেও মহীনারায়ন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে মহারাজ মোদ নারায়ণ ও নাজির দেও মহীনারায়ন নারায়ন এর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যুদ্ধে মহীনারায়ন পরাজিত হন এবং তার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিল। মহারাজ মোদ নারায়ন যজ্ঞ নারায়ণকে "ছত্রনাজির"পদে বসালে বিবাদ মেটে। এছাড়াও মহীনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ন "নাজির দেও" পদ পেয়েছিলেন।

১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নায়েব সুবাদার ভবানী দাস এরাজ্য আক্রমণ করেন। রাজ্যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হলে মন্ত্রীরা যজ্ঞ নারায়ণকে নিয়ে এসে পুনরায় ছত্রনাজির পদের দায়িত্ব দেন,এতে রায়কতরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। সেই সময়ে তাদের সাথে "স্ব-ঘোষিত" রাজা যজ্ঞ নারায়ণের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে যজ্ঞ নারায়ন এর মৃত্যু হয়। এরপর যজ্ঞ নারায়ণের দাদা জগৎ নারায়ণের পুত্র রূপনারায়ন (১৬৯৩-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজা হন। জগৎ নারায়ণের ভাই নাজির দেও দর্পনারায়ণের তিন পুত্র ছিল, কুমার সত্য নারায়ন, কুমার শান্ত নারায়ণ এবং কুমার কন্দর্প নারায়ন। পূর্ব নির্দেশ অনুসারে মহারাজ রূপনারায়ন কুমার শান্ত নারায়ণকে "ছত্রনাজির", কুমার সত্যনারায়নকে "দেওয়ান দেও" এবং কুমার কন্দর্প নারায়ণকে "সুবাদেও" এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে রায়কতদের হাত থেকে রাজ্য উদ্ধার করার জন্য নাজির শান্ত নারায়ণ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বীরযোদ্ধা শান্তনারায়ণের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কুচবিহারের ইতিহাস। তখন থেকে তিনি বসবাস করেন বলরামপুরে। প্রথম সুবাদেও কুমার কন্দর্পনারায়ন তুফানগঞ্জ অঞ্চলের চিলাখানায় তার বসতি স্থাপন করেন। রাজ্যের প্রশাসনিক পদ সুবাদেও প্রাপ্ত হওয়ার ফলে জীবন যাপন নির্বাহের জন্য রাজদরবার থেকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয় । ৯০০০ বিঘা জমি দেওয়া হয়, অর্থ প্রদান করা হয়। পারিবারিক দলিলে দেখা যায়, ২৬৯ রাজশক ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্র নারায়ন ২৫০০ বিঘা পেটভাতা/লাখেরাজ ভূমিদান করেছিলেন সুবাদেও কুমার রবীন্দ্র নারায়নকে। বংশানুক্রমিকভাবে কন্দর্প নারায়ন এর পুত্র কুমার হরিনারায়ন সুবা দেও প্রাপ্তহন মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ন (১৭১৪-১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে) আমলে । ক্রমান্বয়ে সুবা হরি নারায়ন এর পুত্র কুমার করিন্দ্রনারায়ন, পৌত্র কুমার কফিন্দ্র নারায়ান এবং প্রপৌত্র কুমার ভবেন্দ্র নারায়ন সুবাদেও হয়েছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন (১৮৬২-১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ) নাবালক থাকায় জায়গীর চিলাখানার রাজজ্ঞাতিদের সুবাদেও পদটি পুনর্বহাল থাকবে কিনা তার সিদ্ধান্ত মহারাজার সাবালক হওয়ার পর মহারাজার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে সুবাদেও পদটি অবলুপ্ত হয়। সুবা পদটি অবলুপ্ত হলেও জায়গীর চিলাখানার রাজজ্ঞাতিদের সম্মানসূচক সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেটের (নায়েব আহিলকার) পদ দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ মহকুমায় এবং স্বনামে মোহর ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (মোহর ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্বেও প্রচলিত ছিল)। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের জেলায় পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সাম্মানিক পদটি বহাল ছিল এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ন সাহেব রাজ শাসিত কুচবিহার রাজ্যের তুফানগঞ্জ মহকুমায় শেষ দিন পর্যন্ত ওই পদে (সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট) বহাল ছিলেন।

পারিবারিক নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সুবাদেও কুমার কন্দর্প নারায়নের আমলে অথবা তার কোন উত্তর পুরুষ এর আমলে (অন্তত ১৭৭৯ ও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) চিলাখানা রাজগন বা রাজজ্ঞাতিরা "জায়গীর" হিসেবে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তাদের এই জায়গার বিস্তৃত 'জায়গীর' ভূমির নাম অনুসারে চিলাখানা অঞ্চলটি 'জায়গীর' চিলাখানা নামে পরিচিত।

সাধারণত রাজগনদের নামের শেষে বিশেষণ হিসেবে সম্মানসূচক 'সাহেব' শব্দটি ব্যবহার করা হয় (খা চৌধুরী আমানত উল্লাহ এর কোচবিহারের ইতিহাস)। চিলাখানা রাজগনদের বসতভিটার নাম অনুযায়ী আজ অঞ্চলটি 'সাহেববাড়ি' হিসেবে প্রসিদ্ধ। Register of Lakheraj Tenures in the State of Cooch Behar, 1821-22 রাজসরকার নথিতে উল্লিখিত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১১৮৬ বঙ্গাব্দ, ২৭শে মে ১৭৭৯, বৃহস্পতিবার রাজদরবারের খুব সম্ভবত পুন্যাহের পর মহারাজ ধৈযেন্দ্র নারায়ন (দ্বিতীয়বার, ১৭৭৫-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ) জায়গীর চিলাখানা নিবাসী সুবাদেও কুমার কফিন্দ্র নারায়ণকে ২৫০০ (আড়াই হাজার)বিঘা জমি লাখেরাজ (নিষ্কর) হিসেবে দান করেন। পারিবারিক দলিল থেকে প্রাপ্ত নথিতে দেখা যায়, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন (১৮৬৩-১৯১১খ্রিস্টাব্দ) সময় কুচবিহার রাজ্যের প্রথম জমি রাজস্ব জরিপ (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) শুরু হয়। জমি জরিপের কাজ করেন তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার W.O.A Beckett দেওয়ান কালিদাস দত্তের সহযোগিতায় এবং রাজমাতা কামেশ্বরী দেবী (ডাঙ্গরআই) এর অনুমতিক্রমে ও ইচ্ছানুসারে। রাজজ্ঞাতিদের জমি জরিপের বিষয়টি থাকায় রাজমাতা নিজেই এই বিষয়ে আগ্রহ দেখান। জমির সমস্ত তথ্য, খাজনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার পর রাজমাতা দেওয়ান কালিদাস দত্তের সহযোগিতায় পূর্বোক্ত ২৫০০ বিঘা জমির "লাখেরাজ" বহাল রাখেন। রাজজ্ঞাতি কুমার রবীন্দ্র নারায়ন সাহেব এর নামে এই লাখেরাজ বহাল রাখা হয় (দলিলে উল্লেখিত)। ওই জরিপে রবীন্দ্র নারায়ণ সাহেবকে তাদের পূর্বোক্ত সম্পত্তির ৯০০০ (নয় হাজার) বিঘার মধ্যে বাকি ৬৫০০ (সাড়ে ছয় হাজার) বিঘা "জোত" মালিকানাধীন হিসেবে রাখা হয়। অর্থাৎ উক্ত ৯০০০ (নয়হাজার) বিঘা জমির মধ্যে ২৫০০ বিঘা লাখেরাজ এবং ৬৫০০ বিঘা জোত হিসেবে কুমার রবীন্দ্র নারায়ণ সাহেবকে দেওয়া হয় (দলিলে উল্লেখিত) । জোত জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা নিয়মিতভাবে রাজদরবারে জমা হত এবং লাখেরাজ (নিষ্কর land exempted from paying tax) জমি নিজেরা সরাসরি ভোগ করতে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লাখেরাজ ২৫০০ বিঘা জমির মধ্যে ৩৮ বিঘা ৪ কাঠা জমি শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব ঠাকুরকে বিগ্রহ স্থাপন, পূজা অর্চনা করার জন্য জন্য এবং বাড়ির জন্য ৬ বিঘা ২ কাঠা দেবত্তর দেওয়া হয়। বর্তমানে কুচবিহার রাজবংশের রাজজ্ঞাতি বা রাজগনরা জায়গীর চিলাখানা, সাহেব বাড়ি এলাকায় স্বমহিমায় সসম্মানে বিরাজমান।

সাহেববাড়ি রাজগণদের পরিবারটি ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে। এই পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই সরকারি চাকুরীরত। অসম বাংলা খ্যাত বিখ্যাত ভাওইয়া শিল্পী কুমার মানবেন্দ্র নারায়ণ এই পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের পারিবারিক পূজার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কুচবিহার দেবী বাড়ির আদলেই এই বাড়িতে বলি সহ দেবী ভবানী বা দুর্গাপূজা, রাজলক্ষী পূজা, মহাকালী পূজা হয় । এছাড়াও আমাতি পূজা, নারায়ণপূজা, বাবা মদনমোহনের দোলযাত্রা বা দোলসোয়ারী উৎসব ধুমধাম করে পালন করা হয়।

রাজা নেই, রাজতন্ত্র নেই কিন্তু রাজপরিবারের নিকটাত্মীয়রা এই অঞ্চলের প্রাচীন অনেক ইতিহাস বহন করে চলছে।

৩) রাজআমলের নাটাবাড়ির ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস

স্থাপিত ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ বিংশ শতকের শুরুতে ১৯০৯ সালে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ন ভূপবাহাদুরের (১৮৬৩-১৯১১) শাসনকালে তৈরি নাটাবাড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস। প্রাচীন এই পোস্ট অফিসটি তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ি ১নং নাটাবাড়ি ২নং এলাকার ডাক পরিসেবার ক্ষেত্রে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমরা যদি একটু অতীত ইতিহাসের দিকে দেখি প্রাচীনকাল থেকেই ডাক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমরা গল্পে, কবিতায় শুনেছি আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা যুদ্ধের সময় সংবাদ আদান-প্রদান করত পায়রা দিয়ে। দূত মারফতও সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। ষষ্ঠদশ/ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আফগান যোদ্ধা শেরশাহ প্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তখন থেকেই ঘোড়ায় চড়ে বাহকের মাধ্যমে ডাক আদান-প্রদান করা হতো। কুচবিহার রাজ্যের প্রথম দিকে ডাক ব্যবস্থার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ইংরেজদের এখানে আগমনের ফলে নিয়মিত ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

রাজকার্যের প্রয়োজনে তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যের ডাক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চিঠি আদান প্রদান, খবরাখবর আদান-প্রদান করার জন্য তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলে কুচবিহার রাজ্যে দুই ধরনের ডাক ব্যবস্থা চলতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের পোস্ট অফিস ও রাজকার্যের জন্য রাজসরকারের ডাক (এটাকে থানার ডাক বলা হত)। ১৮৮৩ সালের জুলাই মাস থেকে থানার ডাক ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠে যায়। বহাল থেকে যায় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠির আদানপ্রদান। ১৮৭৮-৭৯ র বার্ষিক Administrative Report থেকে জানা যায় কুচবিহার রাজ্যের বেশিরভাগ পোস্ট অফিস তৈরি হয়েছিল বাঁশ ও কাঠ দিয়ে। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ন রাজ্যের উন্নতিতে বা অগ্রগতিতে এবং প্রজাদের পরিষেবা দিতে তালুক বা পরগনা ধরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। তারই ফলশ্রুতি তার শাসনকালের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত নাটাবাড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস "Natabari Branch Post Office" in the year 1909.

সূচনা লগ্নে নাটাবাড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস বর্তমান বাজার সংলগ্ন মাছ বাজার এলাকায় স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ দে মহাশয় এর বাড়িতে স্থাপন হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম পোষ্ট মাস্টার, কালক্রমে পোস্টমাস্টার হয়েছিলেন মানিক পাল, অলকমোহন সরকার এবং বর্তমান মলয় সরকার। অফিস ঘরটি তৈরি করা হয়েছিল বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে। এরপর আবার দুইবার পোস্ট অফিসের জায়গা পরিবর্তন হয়। বিভূতিবাবুর বাড়ি থেকে পোস্ট অফিস চলে আসে মানিক পালের বাড়িতে এবং মানিক পাল এর বাড়ি থেকে চলে যায় সন্তোষ অধিকারীর বাড়িতে। তখন জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ক্রমবর্ধমান বাজার এলাকার বৃদ্ধির ফলে রাজআমলের ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসটি আবার চলে আসে বাসস্ট্যান্ডের পূর্বদিকে নাটাবাড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পূর্বদিক লাগোয়া ৬ ফুট বাই ৮ ফুট ছোট্ট একটি ঘরে। গ্রীস্ম, বর্ষায় গ্রাহকরা বৃষ্টি এবং রোদের হাত থেকে ন্যূনতম সুবিধাটুকু পায় না। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও এই ঐতিহ্যবাহী পোস্ট অফিসের পরিকাঠামো যেমন উন্নত হয়নি ঠিক তেমনি প্রায়(২০,০০০) কুড়ি হাজারের অধিক গ্রাহক থাকার পরেও এটি সাব-পোস্ট অফিস এ রূপান্তরিত হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, এলাকার উন্নতি হয়েছে কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই পোস্ট অফিসের কোন উন্নতি হয়নি। চারচালা একটি ছোট্ট ঘরে টিমটিম করে পরিষেবা দিয়েই চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস। ২০১৮ সালে সারা ভারতবর্ষে "Indian Post payments Bank" scheme এ Account খোলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এবং স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার অর্জন করে। এখানকার এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে রাজ ঐতিহ্যবাহী এই ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসকে প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করে Sub-Post এ উন্নীত করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই অফিসকে Heritage স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

৪) ডাকবাংলোর কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ ও মন্দির শৈববংশীয় কুচবিহারের মহারাজারা শিব বন্দনা করতেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। নাটাবাড়ি অঞ্চলে মহারাজাদের শৈব আরাধনার অন্যতম নিদর্শন বহু প্রাচীন কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ। তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যের মহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গটি (যদিও প্রাচীন শিবলিঙ্গটি উধাও হয়ে গেছে) PWD ডাকবাংলোর মহারাজাদের শিকার যাত্রায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ডাকবাংলো গুলি তৈরি হয়েছিল Ref:-The Coochbehar State and its land revenue settlement, 1903 by HN Chaudhary) সম্মুখে ছিল। ডাকবাংলোর মাঝ বরাবর প্রকাণ্ড বেল গাছের পাশেই ছিল "কষ্টি" পাথরের শিবলিঙ্গটি। শিববংশীয় কুচবিহারের মহারাজারা কোন শুভ কাজ বা কোন নতুন নির্মাণ করলে তার পাশে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার রীতি চলে আসে। স্বাভাবিকভাবেই যখন এখানে ডাকবাংলো নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এই কষ্টি পাথরের বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোন এক মহারাজা। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ, মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ান, মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ শিকার যাত্রায় এসে এই ডাকবাংলোতে অনেকবার উঠেছিলেন। শিকার যাত্রায় বের হওয়ার সময় মহারাজারা ডাকবাংলোর পাথরখণ্ড শিবকে পুজো দিতেন এবং মহারাজাদের অবর্তমানে ওই বাংলোর চৌকিদার এবং অফিসাররা নিয়মিত পূজা দিতেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এই পুজোয় শামিল হতেন। ভারত ভুক্তির পর ডাকবাংলোটি উঠে গেলে শিব মন্দিরটিও উঠে যায়।

এলাকাটি চলে যায় নাটাবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গটির দুই তিনবার জায়গা পরিবর্তন করা হয়।

সবশেষে অতি প্রাচীন এই শিবলিঙ্গটি স্থান হয় বিদ্যালয় চত্বরের বাইরে দেওয়াল গাত্রে। শিবপ্রেমী জনগণ বাইরেই ছোট ঘরের মধ্যে পূজার্চনা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইরে প্রতিষ্ঠার ২/৩ বছর পর শিবলিঙ্গটি উধাও হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাথরটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে যে পুরোহিত পূজা করতেন, তিনিও এই কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গটির সন্ধান দিতে পারেননি। এলাকাবাসী বর্তমান ওই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তিথি অনুযায়ী পূজা দেন। বর্তমান মন্দিরটি প্রতিকী রূপে দাঁড়িয়ে থাকলেও এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে জনমানষে এর প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা। যদি সম্ভব হয় হারিয়ে যাওয়া শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজবংশের সদস্য স্বর্গীয় কুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ন আকাশবাণী শিলিগুড়িতে কুচবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভাবনা (সূত্র:- স্বর্গীয় পর্বানন্দ দাসের "উত্তরের লোকায়ত জীবন")আলোচনায় নাটাবাড়ির প্রাচীন শিবঠাকুরের/শিবলিঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন।

কুমার মৃদুল নারায়ন, শিক্ষক,
কুচবিহার রাজবংশের সদস্য
মুখপাত্র/সহ-সম্পাদক:--দি কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

১৯-এর উন্নত সংস্করণ ১৯ প্রো ৫জিক্যামন

দুর্গাপুর: বিশ্বের বহুল চর্চিত ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন কসমোপলিটন ইন্ডিয়ার সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে টেকনো মোবাইল তার বহুল চর্চিত প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড ক্যামন ১৯ প্রো ৫জি লঞ্চ করবে। শাংগ্রি-লা-তে অনুষ্ঠিত এই লঞ্চ ইভেন্টে প্রভাবশালী ফ্যাশন ব্যক্তিত্ব, ডিজাইনার এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন।

ক্যামন ১৯ প্রো ৫জি হল সদ্য লঞ্চ হওয়ায় ক্যামন ১৯-এর একটি উন্নত সংস্করণ। নতুন ক্যামন ১৯ প্রো তে রয়েছে পূর্ববর্তী সংস্করণে আরজিবিডব্লিউ সেন্সর সহ শিল্প-প্রথম ৬৪এমপি ক্যামেরা, প্রো ৫জি সংস্করণে আরজিবিডব্লিউ+ (জি+পি), সাথে অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (ওআইএস) এবং হাইব্রিড ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (এইচআইএস) যা অন্ধকারেও পরিষ্কার ছবিতুলতে সক্ষম। এপ্রিমিয়াম ডুয়াল-রিং ক্যামেরা ডিজাইন সহ স্টাইলিশ ০.৯৮ মিমি স্লিমেস্ট বেজেলে আবদ্ধ এই স্মার্টফোনটির দাম ২১,৯৯৯ টাকা। যা ইকো ব্ল্যাক এবং সিডার গ্রি, এই দুটি রঙে উপলব্ধ।

টেকনো ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, প্রতিটি ক্যামন পণ্যের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে আমরা আমাদের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও উন্নত করছি। ক্যামন ১৯ প্রো সেগমেন্টটি টেকনো ক্যামন সিরিজের অন্যতম প্রধান ফোকাস ক্ষেত্র।

নতুন উদ্যোগ: হোয়াটসঅ্যাপে জিওমার্ট

কলকাতা: মেটা ও জিও প্লাটফর্মস গ্রাহকদের জন্য লঞ্চ করল এক নতুন শপিং এক্সপিরিয়েন্স। এখন থেকে গ্রাহকরা হোয়াটঅ্যাপ ব্যবহার করেই তাদের সবরকম কেনাকাটা সারতে পারবেন জিওমার্ট থেকে। যারা আগে কখনও অনলাইন শপিং করেন নি, তারাও এবার জিওমার্টের সম্পূর্ণ গ্রসারি ক্যাটালগ দেখতে, কার্টে তাদের পছন্দের সামগ্রী যোগ করতে এবং পেমেন্ট করতে পারবেন – হোয়াটসঅ্যাপ থেকে।

মেটা ও জিও প্লাটফর্মস-এর স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ শুরু করা হল। 'জিওমার্ট অন হোয়াটসঅ্যাপ' সাধারন মানুষের কেনাকাটার সাবেক অভিজ্ঞতা একেবারে পালটে দেবে। গ্রাহকরা এখন হোয়াটঅ্যাপের মাধ্যমে জিওমার্ট থেকে খুব সহজেই যাবতীয় কেনাকাটা করতে পারবেন – প্রথমে শুধু হোয়াটঅ্যাপ থেকে জিওমার্টের নম্বরে একবার 'হাই' পাঠাতে হবে।

শেয়ার ভ্যালুর নিরিখে পারফিউম সেগমেন্টে হ্যাট্রিক রিয়ার

উত্তর ২৪ পরগণা: নিলসন আইকিউ রিটেইল অডিট রিপোর্ট অনুসারে মহামারীর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ২০২১- ২০২২ অর্থবছরে ৮০ কোটি টাকার টার্নওভার সহ পারফিউম শিল্পে ২৫ বছরের মাইলফলক পূর্ণ করেছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় পারফিউম ব্র্যান্ড রিয়া। সম্পূর্ণ দেশীয় ব্র্যান্ড পারফিউম রিয়ার লক্ষ হল ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪০ কোটি টাকার টার্নওভার অর্জনের জন্য সুগন্ধি শিল্পের বাজারে ২০% পার্টনারশীপ। উল্লেখ্য, ১০.৮% শেয়ার শেয়ার ভ্যালুর নিরিখে ভারতে তৃতীয় বারের জন্য পারফিউম সেগমেন্টকে লিড করছে রিয়া।

এন.কে দাগা ও এল.কে সোনির উদ্যোগে মাত্র এক লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে ১৯৯৭ সালে কলকাতায় যাত্রা শুরু করে রিয়া। অডিট রিপোর্ট অনুসারে ২০২১ সালে জানুয়ারী-ডিসেম্বর পর্যন্ত ই-কমার্স রাজস্ব বাদ দিয়ে ভারতে রিয়া পারফিউমের ব্যবসা ছিল ৭৯০ কোটি টাকা। যা ২০২৫ সালে (ই-কমার্স সহ) বেড়ে হবে ১২০০ কোটি টাকা।

রিয়া পারফিউমের সহ প্রতিষ্ঠাতা এন.কে দাগা বলেন, ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে সুগন্ধি তৈরির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভারতের। সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরে আমরা গর্বিত।

ম্যাক্স লাইফ পেনশনের লক্ষ ১এল সিআর এইউএম

কলকাতা: ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ("ম্যাক্স লাইফ"/ "কোম্পানি") পেনশন তহবিলে ব্যবসা শুরু করতে তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স লাইফ পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের জন্য শংসাপত্র পেল। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৩ আগস্ট এই শংসাপত্র অর্জন করেছে ম্যাক্স লাইফ। যা সাবসিডিয়ারি জাতীয় পেনশন স্কিমের অধীনে বিনিয়োগের মাধ্যমে পেনশন পরিচালনা করবে।

ম্যাক্স লাইফ পেনশন স্কিমের লক্ষ্য আগামী ১০ বছরের মধ্যে এইউএম -কে ১এল সিআর-এ স্কেল করা। এই পেনশন তহবিল গ্রাহকদের নতুন এনপিএস অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করবে। বলাবাহুল্য, গ্রাহকদের বিভিন্ন পরিষেবা অফারের জন্য ম্যাক্স লাইফ পেনশন, পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ) এর কাছে (পিওপি)রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সাবসিডিয়ারি রিটায়ার্ড ব্যক্তিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লিভার। যা পেনশন তহবিল পিএফআরডিএ নির্দেশিকা মেনে চলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে গ্রাহকদের জন্য ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন সর্বাধিক করে।

ম্যাক্স লাইফের এমডি এবং সিইও প্রশান্ত ত্রিপাঠী বলেন, ম্যাক্স লাইফ পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড অবসরকালীন বিভাগে আমাদের উপস্থিতিকে শক্তিশালী করে। আমরা ভারতীয়দের আর্থিকভাবে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজাজ লঞ্চ করল সিটি১২৫এক্স বাইক

পুনে: কোম্পানি বাজাজ অটো লঞ্চ করল এক নতুন বাইক - সিটি১২৫এক্স। এই বাইকের স্লোগান হল - 'হর সড়ক পর কড়ক'। রীতিমতো কড়াধাতের এই বাইকটি তৈরি করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব ও প্রতিদিনের সফরের সবরকম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার উপযোগী করে।

বাজাজ অটো নানারকম ফিচার সমৃদ্ধ ও মজবুত সিটি১২৫এক্স বাইকটি এনেছে সেইসব গ্রাহকদের জন্য যারা সারাদিন অনেকটা সময় বাইক ব্যবহার করেন। এই বাইক তাদের পক্ষে খুবই উপযোগী যারা মালবহন, ফুড ডেলিভারি, ক্যুরিয়ার ডেলিভারি বা বিজনেস সাপ্লাইয়ের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত। সিটি১২৫এক্স হল বিশ্বস্ত পার্ফর্ম্যান্স, শক্তপোক্ত গড়ন ও স্টাইলিশ লুকের বাইক।

বাজাজ সিটি১২৫এক্স বাইকের দাম এরকম: ৭১১৫৫ টাকা (ড্রাম)) ও ৭৪৩৫৫ টাকা (ডিস্ক)। সিটি১২৫এক্স বাইকে রয়েছে ১২৫ সিসি ডিটিএস-আই ইঞ্জিন, যা কড়ক পার্ফর্ম্যান্স প্রদান করে।

কেএসবি লিমিটেডের বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৫ শতাংশ

কলকাতা: ভারতের অন্যতম অগ্রণী পাম্পস ও ভাল্বস নির্মাতা কেএসবি লিমিটেডের বিক্রয় ২০২১-এর জানুয়ারি-জুন থেকে ২৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮,৬৬১ মিলিয়ন টাকা হয়েছে ২০২২-এর জানুয়ারি-জুনে।

কেএসবি লিমিটেডের প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওতে রয়েছে বিল্ডিং ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, ওয়েস্টওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও পাওয়ার প্লান্ট প্রসেস, এগ্রিকালচারাল অ্যাপ্লিকেশনস, রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশন। গ্রাহকদের সবরকমের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম কেএসবি।

কোম্পানির ডিরেক্টর (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) ফারখ ভাথেনা জানান, এই ত্রৈমাসিকে তারা উল্লেখযোগ্য অর্ডার পেয়েছেন পেট্রোকেমিক্যাল সেগমেন্ট থেকে। এই ত্রৈমাসিকে তাদের বিক্রয় ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০২১-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায়। চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার মিলিন্দ খাদিলকর জানান, বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার সেগমেন্ট ছাড়াও অন্যান্য সেগমেন্টের অবদানও রয়েছে।

ফ্লিপকার্টের কিরানা ডেলিভারি প্রোগ্রাম আরও মজবুত

শিলিগুড়ি: উৎসবের মরশুম ও বিগ বিলিয়ন ডেজ-এর আগে ফ্লিপকার্ট তাদের কিরানা ডেলিভারি প্রোগ্রামে আরও ১ লক্ষ কিরানা যোগ করল, ফলে দেশে তাদের কিরানা পার্টনারের সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি হয়ে গেল।

কিরানা ডেলিভারি প্রোগ্রাম ফলে দেশের মেট্রো, টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহর, এমনকি গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকরা তাদের পণ্য আরও তাড়াতাড়ি ডেলিভারি পাবেন এবং সেইসঙ্গে কিরানা পার্টনারদের আয় বৃদ্ধি পাবে। উৎসবের মরশুম যতই এগিয়ে আসছে, ততই কিরানা পার্টনারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে। পুদুচ্চেরি এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও বৃদ্ধি পাচ্ছে পার্টনারদের সংখ্যা। উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও দ্রুতহারে পার্টনারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ত্রিপুরা, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে কিরানা পার্টনারদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০, যা ২০২০ সালের থেকে ৫ গুণ বেশি।

এবছর ফ্লিপকার্ট কিরানা পার্টনারদের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহভাতা চালু করেছে, যেমন গ্যারান্টীড পেমেন্ট ও বোনাস, রেফারেল ইনসেন্টিভ, ৫ লক্ষ টাকার পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি, ইত্যাদি। ২০১৯ সালে চালু হওয়া ফ্লিপকার্টের কিরানা ডেলিভারি প্রোগ্রামে স্থানীয় দোকান বা কিরানাগুলিকে ডেলিভারি পার্টনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে কিরানাগুলির বাড়তি আয়ের সুযোগও সৃষ্টি হয়।

ব্রাভিয়া এক্সআর এ৯৫কে ওএলএলইডি লঞ্চ করল সোনি

কলকাতা: ওএলইডি টিভি প্যানেলে জ্ঞানীয় প্রসেসর যুক্ত নতুন ব্রাভিয়া এক্সআর মাস্টার সিরিজ এ৯৫কে ওএলএলইডি লঞ্চ করল সোনি ইন্ডিয়া। পুরস্কার বিজয়ী সোনির এই নতুন ওএলইডি টিভিটি উন্নত প্রযুক্তি তথা জ্ঞানীয় প্রসেসর এক্সআর যুক্ত হওয়ায় এটি উন্নত গুণমাণের ছবি ছাড়াও কাস্টমাইজ করে উন্নতমানের বিনোদন প্রদান করে।

সোনির এ৯৫কে ওএলএলইডি প্রসেসর এক্সআর থাকায় একটি মানব মস্তিষ্কের মত চিন্তা করতে সক্ষম। মানুষ যে ভাবে দেখে এবং শোনে ঠিক সেইভাবে ওএলএলইডর এক্সআর প্রসেসর পিকচার কোয়ালিটি এবং সাউন্ড সিস্টেম টিভির স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলে। বলাবাহুল্য, এক্সআর ট্রাইলিউমিনস মাক্স নতুন ওএলইডি প্যানেলের সাথে ৩ডি রঙের গভীরতা পুনরৎপাদন করে এ৯৫কে টিভিকে রঙের বিস্তৃত প্যালেট সরবরাহ করে।

সোনি ইন্ডিয়া এই বছর তার নির্বাচিত টিভি মডেল গুলিতে সরপ্ল্যাস ব্যবহার করেছে। যা ৯৯% পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদান তথা প্রায় ৬০% ভার্জিন প্লাস্টিকের পরিমাণ হ্রাস করে। এছাড়া টিভি প্যাকেজিংয়ের আকারেও প্রায় ১৫% কমিয়েছে নতুন ব্রাভিয়া। সোনির এই নতুন ব্রাভিয়া এক্সআর

৬৫এ৯৫কে-র দাম ৩৬৯,৯৯০ টাকা। ৮ আগস্টের পর থেকে এটি ভারতের সমস্ত সোনি সেন্টার, প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং ই-কমার্স পোর্টাল জুড়ে পাওয়া যাবে।

শিলিগুড়ির কেটিএম প্রো-গেটওয়ের দায়িত্বে গুস্টো রেসিং

শিলিগুড়ি: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড কেটিএম ৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে প্রো-গেটওয়ের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, এই প্রো-গেটওয়ে শুধুমাত্র কেটিএম ২৫০ সিসি + ডিউক এবং আরসি মালিকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যার লক্ষ্য টারমাক রাইডিং এবং সাথী বাইকারদের সঙ্গে উন্নত রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রদান। এই রাইডগুলি কেটিএম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কিউরেট করা হয়। যা ৯০% টারমাক এবং ১০% নরম রাস্তার সমন্বয়ে তৈরি।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত কেটিএম প্রো-গেটওয়ের দায়িত্ব ছিল গুস্টো রেসিং-এর ওপর। গুস্টো রেসিং হল একটি প্রোফেশনাল মোটরসাইকেল রেসিং গ্রুপ এবং একাডেমি। রাইডাররা যাতে সফলভাবে রাইডটি সম্পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই ছিল এই গ্রুপের কাজ। শিলিগুড়ি রাইডটি কেটিএম সেভোকে রোড থেকে শুরু হয়ে লেপচা জগতাসে শেষ হয়। এই রাইডে বাইকাররা প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর ফোকাসের মাধ্যমে একটি হ্যান্ডস-অন সেশনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

বাজাজ অটো লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (প্রোবাইকিং) মিঃ সুমিত নারাং বলেন, শিলিগুড়িতে প্রো-গেটওয়ের সাফল্যের পর, আমরা দেশের অন্যান্য শহরেও এই ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভি অ্যাপে চালু হল ভি গেমস

শিলিগুড়ি: অগ্রণী টেলিকম সংস্থা ভি (Vi) তাদের ভি অ্যাপে ভি গেমস-এর অধীনে লঞ্চ করল মাল্টিপ্লেয়ার ও কম্পিটিটিভ গেমিং কনটেন্ট। ম্যাক্সামটেক ডিজিটাল ভেঞ্চার্স-এর সঙ্গে পার্টনারশিপের ফলে ভি গেমসে পাওয়া যাবে ৪০টিরও বেশি পপুলার, কম্পিটিটিভ ও হাইলি স্কিলড মাল্টিপ্লেয়ার গেম।

ভি গেমসে মাল্টিপ্লেয়ার গেমিংয়ে যোগ দেওয়ার সুবিধার বিস্তৃতি ঘটিয়ে ভি এই পরিষেবা নন-ভি ইউজারদেরও প্রদান করবে। এখন কোনও ভি ইউজার অন্যদেরও তার সঙ্গে খেলার জন্য যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে পারবেন, তা তিনি ভি বা নন-ভি ইউজার যিনিই হোন না কেন।

ভি গেমস ও তার গেমিং পার্টনার ম্যাক্সামটেক ডিজিটাল ভেঞ্চার্স এই মাল্টিপ্লেয়ার ও কম্পিটিটিভ গেমস লঞ্চ করেছে তিনটি মোডে – টুর্নামেন্ট মোড, ব্যাটল মোড ও ফ্রেন্ডস মোড। ভি অ্যাপে ভি গেমস ১২০০টিরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ও এইচটিএমএল৫ ভিত্তিক মোবাইল গেমের সুবিধা দিচ্ছে ১০টি বিভাগে – অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, আর্কেড, ক্যাজুয়াল, এডুকেশন, ফান, পাজল, রেসিং, স্পোর্টস ও স্ট্রাটেজি।

ফ্লিপকার্ট অ্যাপে 'ফ্লিপকার্ট হোটেলস'

শিলিগুড়ি: ট্রাভেল সেক্টরে নিজেদের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে ফ্লিপকার্ট প্লাটফর্মে চালু করা হল হোটেল বুকিং ফিচার – ফ্লিপকার্ট হোটেলস। 'ফ্লিপকার্ট হোটেলস' গ্রাহকদের ৩ লক্ষ ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের রুম বুক করার সুবিধা দেবে। হোটেল সার্ভিস চালু করার মধ্য দিয়ে ফ্লিপকার্ট গ্রাহকদের নানারকম সাশ্রয়ী সুবিধা প্রদান করবে, যেমন ফ্লেক্সিবল ট্রাভেল, বুকিং রিলেটেড পলিসি, ভ্রমণের জন্য সাশ্রয়ী ও বাজেট-ফ্রেন্ডলি ইএমআই অপশন ইত্যাদি। এইসব সুবিধা পাওয়া যাবে ফ্লিপকার্ট অ্যাপ থেকে।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে একটি ডেডিকেটেড কাস্টমার কেয়ার সেন্টারও তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় সবরকম খোঁজখবর গ্রাহকরা সহজেই জেনে নিতে পারেন।

ফ্লিপকার্ট অ্যাপে ফ্লিপকার্ট হোটেলস লঞ্চ করা প্রসঙ্গে ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আদর্শ মেনন জানান, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজে সাশ্রয়ী হোটেলে থাকার সুবিধা ভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা। ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্লিপকার্ট ফ্লাইট বৃদ্ধির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এবার ফ্লিপকার্ট হোটেলস-এর মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাকে আরও ভাল করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অটো-মেকানিকদের প্রশিক্ষণ শিবির

কলকাতা: এএসডিসি এবং টাইড ওয়াটার অয়েল কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে অটোমোটিভ স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এএসডিসি) কলকাতায় সিএসআর-এর অধীন টু-হুইলার এবং ফোর হুইলার প্রশিক্ষণের জন্য একটি 'কারিগরি' প্রকল্প চালু করেছে। এই 'রিকগনিশন অফ প্রিয়ার লার্নিং (আরপিএল)' প্রোগ্রামের মাধ্যমে অটো-মেকানিক্স বা গ্যারেজ মালিকরা বিএস -৬ নির্গমন মান এবং সারিবদ্ধ ইঞ্জিনগুলির উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ পাবেন। উল্লেখ্য এই কারিগরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এএসডিসি এবং টাইড ওয়াটার অয়েল কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগস্টে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়।

এএসডিসি-র সিইও অরিন্দম লাহীরী বলেন, স্বাধীন অটো মেকানিক্স বা গ্যারেজ মালিকদের বিএস-৬ ইঞ্জিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেই। ভবিষ্যতে এজন্য তাঁদের চাকরিও চলে যেতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে গ্রীভস কটনের ডিলারশিপ

শিলিগুড়ি: ইলেকট্রিক টু-হুইলার স্কুটার ব্র্যান্ড গ্রীভস কটন লিমিটেড শিলিগুড়িতে ডিলারশিপ লঞ্চ করল। এই ডিলারশিপ পশ্চিমবঙ্গে গ্রীভসের উপস্থিতি জোরদার করবে। শিলিগুড়ির ৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ঝংকার মোড়ে, ক্রিসেন্ট কোর্টের বিপরীতে স্টোরটি অবস্থিত। উদ্বোধন করেন গ্রিভস ইলেকট্রিকের জোনাল হেড শঙ্কর রায়। স্টোরটি অতিরিক্ত ইভি রিসোর্স ও ৩এস সুবিধারসাথে সমস্ত অ্যাম্পিয়ার পণ্য অফার করবে।

নতুন ইভি স্টোরগুলিতে লেটেস্ট ম্যাগনাস এক্স পাওয়া যাবে। দেশ ব্যাপী অ্যাম্পিয়ারের ৪০০ টিরও বেশি অনুমোদিত বিক্রয় এবং পরিষেবা আউটলেট সহ ১.৫ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে। অ্যাম্পিয়ারের লক্ষ্য হল টেকসই এবং সাশ্রয়ী গতিশীলতা প্রদান করা

গ্রীভস ইলেকট্রিক মোবিলিটির সিইও সঞ্জয় বহল বলেন, শিলিগুড়িতে নতুন স্টোর খোলার খুলতে পেরে আমরা গর্বিত। এই স্টোরটি সমগ্র দার্জিলিং জেলায় সেকেন্ডারি লেভেল নেটওয়ার্ক পরিবেশন করবে।

শপসির মেগা শপিং কার্নিভাল—'দ্য গ্র্যান্ড শপসি মেলা' চলবে ৩ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর

হাওড়া: ভারতের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ফ্লিপকার্টের শপসি, উৎসবের মরশুমের আগে নিয়ে এসেছে তাদের প্রথম মেগা শপিং কার্নিভাল—'দ্য গ্র্যান্ড শপসি মেলা'। এই মেগা ইভেন্টে টি শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ থেকে, যা চলবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কার্নিভালটিতে পাওয়া যাবে আকর্ষণীয় সব অফার এবং এই মেগা ইভেন্ট এ শপসির প্রতীক হবেন সারা আলি খান।

যেসব ভারতীয় ক্রেতা বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেল-এর সময়ে কেনাকাটার জন্য অপেক্ষা করেন তাদের কাছে শপসি হয়ে ওঠে 'চলো যাই কিনে আনি' ধরনের একটা গন্তব্য স্থান। তবে যেহেতু শপসির সর্ববৃহৎ কেনাকাটার আয়োজন হল দ্য 'গ্র্যান্ড শপিং মেলা', ফলে সেখানে আরও বেশি উত্তেজনার খোরাক পাওয়া যাবে। এই কার্নিভালে থাকবে ১৫০ মিলিয়ন পণ্য এবং ১৫০ এর বেশি ধরণের পণ্য, থাকবে ১৫ টাকার ঘড়ি, ২৫ টাকার শাড়ি, ৪০ টাকার কুর্তা, ৩০ টাকার টিশার্ট এবং আরও অনেক কিছু। আদর্শ মেনন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড—নিউ বিজনেস, ফ্লিপকার্ট, বলেন, 'আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে উৎসবের এই মরশুমে পছন্দের পণ্যসমূহ কম দামে পেয়ে ক্রেতাদের মুখ হাসিতে ভরে উঠবে।'

উৎসবের দিন এগিয়ে আনল ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: নবম 'দ্য বিগ বিলিয়ন ডেজ' (টিবিবিডি) আরম্ভ হওয়ার আগেই ফ্লিপকার্ট উৎসব উদযাপন শুরু করে দিল। এবছর টিবিবিডি হবে আরও বড় ও ভাল। সেইসময় ফ্লিপকার্ট গ্রাহকদের সামনে হাজির করবে তাদের অগণিত বিক্রেতার পণ্য ও ব্র্যান্ডের সম্ভার। কেনাকাটা আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবার অনেক আগেই আনা হচ্ছে একাধিক নতুন ও উদ্ভাবনী সুবিধা, যেমন 'সেল প্রাইস লাইভ অ্যান্ড প্রি-বুক'। এইসময় টিবিবিডি'র দামেই পাওয়া যাবে পছন্দের সামগ্রী। উৎসবের মজা আরম্ভ করতে ফ্লিপকার্ট অ্যাপে চালু হচ্ছে 'দ্য বিবিডি স্পেশালস'। এবছর গ্রাহকরা ১৩০টি স্পেশাল এডিশনের সংগ্রহযোগ্য সামগ্রী কিনতে পারবেন ৯০টিরও বেশি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে। টিবিবিডি আরম্ভ হওয়ার আগেই অ্যাক্সিস ব্যাংক ও অন্য একটি অগ্রণী ব্যাংক ১০% ইনস্ট্যান্ট ডিস্কাউন্ট ঘোষণা করেছে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও ইএমআই লেনদেনের ক্ষেত্রে। ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সিস ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহকরা প্রতিটি কেনাকাটায় ৫% আনলিমিটেড ক্যাশব্যাক পাবেন। 'ফ্লিপকার্ট পে লেটার'-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে ১ লক্ষ টাকা অবধি ক্রেডিটের সুযোগ, যা সহজ ইএমআই-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। বাজাজ ফিনসার্ভ ইএমআই কার্ড হোল্ডারগণ এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারগণ পাবেন নো-কস্ট ইএমআই-এর সুবিধা। এবছর ফ্লিপকার্ট ভারতের বিখ্যাত এন্টারটেনমেন্ট ও স্পোর্টস স্টারদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে একটি ক্যাম্পেনের জন্য। এদের মধ্যে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, আলিয়া ভাট ও এমএস ধোনি।

হুগলীর কানাইপুরে ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর

হুগলী: ভারতের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালিটি চেইন, রিলায়েন্স রিটেলের ট্রেন্ডস তাদের নতুন স্টোর লঞ্চ করল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কানাইপুরে।

কানাইপুরে ট্রেন্ডস-এর স্টোরটি যেমন আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত, তেমনই গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখানে রাখা হয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যের ও উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রী। এখন এই শহরের গ্রাহকরা তাদের সাধ্যসীমার মধ্যেই কেনাকাটা করতে পারবেন আধুনিক ফ্যাশন-প্রবণ উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ। কানাইপুরে ট্রেন্ডস-এর এই প্রথম স্টোর থেকে গ্রাহকদের জন্য নানারকম বিশেষ উদ্বোধনী অফারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শৈশব অন্ধত্বে জাতীয় আয় ক্ষতি ১১৮ বিলিয়ন

শিলিগুড়ি: অরবিসের প্রতিবেদন তথা কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস অফ ইনভেস্টিং ইন চাইল্ড আই হেলথ ২০২০ রিপোর্ট অনুসারে শৈশব অন্ধত্বের কারণে ভারতে প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) আনুমানিক ১১৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। ৩৫ বছর ধরে শৈশব অন্ধত্বের ফলে উৎপাদনশীল বছরগুলিতে ভারতের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তা প্রতিফলিত হয়। যার পরিমাণ ৪০টি ওয়ার্কিং ইয়ারে ১৫৮ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, ভিশন ২০২০ দ্য রাইট টু সাইট ইন্ডিয়া জাতীয় সম্মেলনের ১৬তম সংস্করণে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়। ভিশন ২০২০ হল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জাতীয় ফোরাম।

ভারতে শৈশব অন্ধত্বের অর্থনৈতিক ক্ষতির ডেটা আপডেট করতে ১৯৯৮ সালে প্রথম এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে শিশু চোখের স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের খরচ বেনিফিট বিশ্লেষণকে তিনটি ধাপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই ধাপ গুলি হল -- শৈশব অন্ধত্বের অর্থনৈতিক বোঝা আপডেট, প্রতিটি শিশুর চোখের স্বাস্থ্যের উপযোগী ওজন নির্ধারণ এবং শৈশব অন্ধত্বে আক্রান্তদের জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা।

অরবিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডাঃ ঋষি রাজ বোরাহ বলেন, "শৈশব অন্ধত্ব শুধু ব্যক্তিদেরই প্রভাবিত করে না এটি একটি সম্প্রদায় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক স্তরকেও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

টিসিএস ও কর্ণাটক সরকারের যৌথ উদ্যোগে আইটি কুইজ

বেঙ্গালুরু: টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস এবং কর্ণাটক সরকারের যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স, আইটি, বিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইটি কুইজ। এই কুইজ প্রতিযোগিতাটি দেশব্যাপী ছাত্রদের মধ্যে আইটি সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, দেশ জুড়ে এই কুইজ প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে। তবে সিটি কর্পোরেশন সীমার মধ্যে থাকা স্কুলগুলির জন্য এই কুইজ উন্মুক্ত নয়। এই কুইজ প্রতিযোগিতটি টিসিএস রুরালের ২৩তম সংস্করণ। ইভেন্টটি বেঙ্গালুরু টেক সামিট ২০২২-এর অংশ হবে। ক্যুইজটি হবে অনলাইন পরীক্ষা, ভার্চুয়াল এবং শারীরিক ক্যুইজ শোয়ের সংমিশ্রণ। ক্লাস ৮ থেকে ১২-এর পড়ুয়ারা এই কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

দেশব্যাপী আটটি আঞ্চলিক ফাইনাল হবে। প্রতিটি আঞ্চলিক ফাইনালের বিজয়ীকে নভেম্বরে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ফাইনালের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। আঞ্চলিক বিজয়ীরা ১০,০০০ টাকার গিফট ভাউচার এবং রানার্স-আপরা ৭,০০০ টাকার ভাউচার পাবেন। জাতীয় বিজয়ী ১,০০,০০০ টাকার একটি TCS টিসিএস শিক্ষা বৃত্তি এবং জাতীয় রানার-আপ ৫০,০০০ টাকা বৃত্তি পাবে।

শুরু হল রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ারঃ ১০ আগস্ট থেকে রায়গঞ্জে শুরু হয়েছে রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে তিনজন। অরিত্রি সাহা, আরাত্রিকা দে ও করণজিৎ সাহা। মেয়েদের অনুর্ধ্ব ১৭ বিভাগে অরিত্রি সাহা ১৫-৬, ১৫-১১ পয়েন্টে হারিয়েছে শ্রেয়া সিংকে। আরাত্রিকা দে প্রথম রাউন্ডে ১৫-৮, ১৫-১০ পয়েন্টে শুভাঙ্গি সেনের বিরুদ্ধে জয় পায় এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ১৫-৭, ১৫-১২ পয়েন্টে শিরিন চক্রবর্তীকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

ছেলেদের অনুর্ধ্ব ১৭ বিভাগে করণজিৎ সাহা প্রথম রাউন্ডে ১৫-৪, ১৫-১১ পয়েন্টে সুস্মিত সরকারকে হারিয়েছে এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ১৫-৭, ১৫—৫ পয়েন্টে স্পল্লিল দে কে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

গ্রুপ ডি ফুটবল ফাইনালে ইলেভেন ও টুয়েলভ আর্টস

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের আন্তঃশ্রেণি ফুটবলে গ্রুপ ডি তে ফাইনালে উঠল ইলেভেন ও টুয়েলভ আর্টস। ১০ আগস্ট প্রথম সেমিফাইনালে ইলেভেন আর্টস ২-০ গোলে ইলেভেন সায়েন্স-কমার্সকে হারিয়েছে। গোল করে ওম বাসফোড় ও ম্যাচের সেরা সুমন সরকার।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টুয়েলভ আর্টস ৪-০ গোলে টুয়েলভ সায়েন্স-কমার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে শুভজিৎ রায়, বিশাল বর্মণ ও ম্যাচের সেরা অরিজিৎ ঘোষ।

মরু ঘোষ লিগে জয়ী আদর্শ

কোচবিহারঃ ১০ আগস্ট কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষঠিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৭ দলীয় মরু ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে জয়ী হয় আদর্শ ক্লাব। এদিন তারা ৪-১ গোলে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়ে দেয়। আদর্শ ক্লাবের তরফ থেকে জোড়া গোল করেন আশিক ইলাহী। বাকি দুই গোল করেন অনিকেত সাংমা ও রহিম হোসেন। তুফানগঞ্জের হয়ে গোল করেন সুমন বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পান আশিক ইলাহী।

জয়ী মেখলিগঞ্জ থানা

মেখলিগঞ্জঃ ১০ আগস্ট মেখলিগঞ্জ নজরুল সংঘের নিতাই শূর, রজতলাল নিয়োগী ও ভুটান আলি ট্রফি ফুটবলে জয়ী হয় মেখলিগঞ্জ থানা।

এদিন তারা ২-০ গোলে দাদাভাই ক্লাবকে হারিয়ে দেয় মেখলিগঞ্জ থানা। মেখলিগঞ্জের হয়ে গোল করেন অপূর্ব বর্মন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন বাদল বর্মণ। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেখলিগঞ্জ থানার সিআই পূরণ রাই ।

মন্টু ভট্টাচার্য মেমোরিয়ালে দ্বিমুকুট সৌম্যদীপ ও শ্রেয়ার

শিলিগুড়িঃ সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মন্টু ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল টেবিলটেনিসে দ্বিমুকুট জিতেছেন সৌম্যদীপ সরকার ও শ্রেয়া ধর। ফাইনালে সৌম্যদীপ হারান আকাশ নাথকে।অনুর্ধ্ব ১৯ ছেলেদের ফাইনালে তিনি পরাজিত করেন সপ্তাশ্ব চক্রবর্তীকে। শ্রেয়া ধর অনুর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের ফাইনালে পরাস্ত করে জেনিথ ঘোষকে। অনুর্ধ্ব ১৩ বিভাগেও প্রতীতি পালকে পরাজিত করে শ্রেয়া। মহিলা বিভাগে শতপর্ণী দে ফাইনালে হারান পূজা পালকে।

এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা হল- সৃজনী বসু ও সায়োনশা চাকি (অনুর্ধ্ব ১৯), শীর্ষ রায়পাটোয়ারি, অভীক ধর, সায়ন্তীন দাশগুপ্ত ও শ্রেয়া ধর(অনুর্ধ্ব ১৭), দেবরাজ ভট্টাচার্য ও প্রান্তিক রায়(অনুর্ধ্ব ১৫), সাগ্নিক পাল ও অভিজ্ঞান দাস(অনুর্ধ্ব ১৩)।

নজরকাড়া পারফরম্যান্স ইচিবান অ্যাকাডেমির

শিলিগুড়িঃ কলকাতার ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপে নজর কাড়ল শিলিগুড়ির ইচিবান ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, এই অ্যাকাডেমি থেকে ১১ জন চ্যাম্পিয়নশীপে অংশ গ্রহণ করে এবং ১১জনই পদক পেয়ে দেশকে গর্বিত করে।

এই ১১ জনের মধ্যে সোনা পেয়েছে ঈশিকা ঝা, দেবস্মিতা বর্মণ ও নীতিন যাদব। রূপো পেয়েছে অঙ্কিতা সন্ন্যাসী, আকাঙ্খা সেন ও কুশ যাদব। ব্রোঞ্জ পেয়েছে শুভাঞ্জলি বাগদাস, তনুশ্রী রায়, উত্তম বাউরী। রাজ প্রধান পেয়েছেন দুটি পদক। রুপো ও ব্রোঞ্জ।

আন্তর্জাতিক এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় আটটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল।

রিলেতে জয়ী ব্লু ডায়মন্ড ও নর্থবেঙ্গল

শিলিগুড়িঃ রাখী বন্ধন উপলক্ষে তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে তরাই স্কুলের মাঠে ১১ আগস্ট দুটি বিভাগে রিলে রেসের আয়োজন করা হয়। রেস শুরু হয় এদিন দুপুর দুটো থেকে। মহিলা ও পরুষদের জন্য ৮X১০০০ মিটারের রিলে রেসে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছে ব্লু ডায়মন্ড অ্যাথলটিক অ্যাকাডেমি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে ব্লু ডায়মন্ড অ্যাকাডেমির সদস্যরা যথাক্রমে শিলগুড়ি অ্যাথলটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও ফিটনেস বিধানকে হারিয়ে দেয়। এদিকে মহিলা বিভাগে জয়ী হয় শিলগুড়ি অ্যাথলটিক ওয়েলফেয়ার।দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে ব্লু ডায়মন্ড ও দোমহিনী অ্যাথলটিক অ্যাকাডেমি।

অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে 8X৪০০ মিটার রিলে রেসে জয়ী হয় নর্থবেঙ্গল অ্যাথলটিক অ্যাকাডেমি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্ববাংলা অ্যাথলটিক অ্যাকাডেমি ও তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টার। বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অ্যাথলটিক্স কোচ দেবকুমার দেব, প্রাক্তন অ্যাথলিট অভিজিৎ পাল প্রমুখ।

জনসংযোগ বাড়াতে কোচবিহার পুলিশের ভলিবল

কোচবিহারঃ জনসংযোগ বাড়াতে ভলিবল খেলার আয়োজন করে কোচবিহার জেলা পুলিশ। এইজন্য কোচবিহার জেলার ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ছয়টি পুরসভা নিয়ে আলাদা করে টীম তৈরি করা হয়। জেলার প্রতিটি খেলা হয় থানা স্তরে। সেখান থেকে বিজয়ী দলগুলি কোচবিহার খেলছে। উল্লেখ্য, গত এপ্রিলে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এবারও সেই একই ধাঁচে মহারানী ইন্দিরাদেবী মেমোরিয়াল ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, জেলায় বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। অথচ তাঁরা উপযুক্ত মঞ্চের অভাবে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারেননা। এই ধরনের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই খেলার উৎসাহ দিচ্ছে পুলিশ এবং স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত।

ভলিবলে যাতে জেলা থেকে ভাল সংখ্যক খেলোয়াড় তুলে আনা যায় সেই সঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেই এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে এই খেলার মাধ্যমে যাতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের সাথে যাতে পুলিশের একটি নিবিড় যোগাযোগ তৈরি হয় সেই লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ফিফার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের দায়ে নির্বাসিত ভারত

আশঙ্কার কালো মেঘ অনেকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৬ আগস্ট মাঝরাতে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তথা ভারতকে নির্বাসনে পাঠালো ফিফা। একই সঙ্গে অক্টোবর ১১ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ভারতে যে ফিফা অনুর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল তাও আপাতত সরিয়ে নেওয়া হল। এই নির্বাসন না ওঠা পর্যন্ত ভারত বা এদেশের কোন ক্লাব কোন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে আর অংশ নিতে পারবেনা। তাই আগামী ৭ সেপ্টেম্বর এটিকে মোহনবাগানের ইন্টার জোনাল সেমিফাইনাল, ভিয়েতনামে সিনিয়র পুরুষ দলের ত্রিদেশীয় আমন্ত্রণী টুর্নামেন্ট, গোকুলাম কেরালা এএফসি মহিলা দলের এশিয়ান উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশীপ ছাড়াও মহিলাদের সাফ কাপে এই মুহূর্তে আর অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আশার আলো একটাই যদি দ্রুত ফিফার নিয়ম মেনে জেনারেলবডির মাধ্যমে এবং অনুমোদনে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা যায় তাহলে এই নির্বাসন তুলে নেওয়া হবে তাও পরিষ্কার করে ফিফার চিঠিতে জানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নির্বাসন তোলা হবেনা। অর্থাৎ জেনারেলবডিকে এরিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত কোন নেওয়া যাবেনা। এমনকি নির্বাচন প্রক্রিয়াও তাদের মাধ্যমেই করতে হবে। সিওএ-র কোন অস্তিত্ব থাকবেনা। তবে ঘরোয়া ফুটবলের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকছেনা। উল্লেখ্য, ফিফার মহাসচিব ফাতিমা সামৌরার সই করা এই চিঠি অন্তর্বর্তী সচিব সুনন্দ ধরের কাছে পাঠানো হয়। মূলত ফিফার আপত্তি সিওএ নিয়ে। তাদের সরিয়ে নির্বাচন করে দ্রুত ফেডারেশনের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথা এর আগেও বলেছিল ফিফা। যা মানা হয়নি। জুনে ভারত সফরে এসে ফিফা-এএফসি প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন, তাদের নিয়মনীতি না মানলে নির্বাসিত হতে পারে ভারত। এদিকে ফিফার নির্বাসনের চিঠি পেয়ে অবাক সিওএ-র সদস্যরা। নিজেদের মতামত জানাতে গিয়ে অনিল আর দাভে বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক।যখন ভারতীয় ফুটবলকে সঠিক দিশা দেখানোর চেষ্টা চলছে, তখন ফিফার কাছ থেকে এরকম একটা নির্দেশ এল। আমরা ফিফা সহ সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছি।

এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে বাহারিন গেলেন ময়নাগুড়ির সুবীর

ময়নাগুড়িঃ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে বাহারিনে খেলতে গেলেন ময়নাগুড়ির সুবীর রায়। বিদেশে খেলতে যাওয়ার আগে তাঁকে আগাম শুভেচ্ছা জানায় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ বিভাগ। গত ১৬ আগস্ট জেলার পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন।

উল্লেখ্য, ২০ থেকে ৩১ আগস্ট বাহারিনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নবম এশিয়ান ইয়ুথ মেনস হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় অনুর্ধ্ব-১৮ বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়েছেন হেলপাকরি বাসিন্দা সুবীর রায়। সূত্র মারফত জানাগেছে, সুবীররা তিন ভাই। তার মধ্যে সুবীর বড়। তিনি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাবা তরণী রায় পেশায় কৃষক। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে সুবীর হেলপাকরি রাশ স্পোর্টস অ্যাকাডমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। পরবর্তীতে ভালো খেলার জন্য কলকাতা সাইয়ে সুযোগ পান তিনি। এরপর থেকে সাইতেই প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন তিনি। হেলপাকরি রাশ স্পোর্টস অ্যাকাডমির প্রশিক্ষক মঞ্জিল কাওসের আলম বলেন, সুবীর দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও নিজের অদম্য চেষ্টায় ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে।

এছাড়া ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য সাই কোচিং সেন্টারেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আর্থিক সমস্যার জন্য একসময়ে তাঁর বিদেশে পাড়ি দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। কারণ ৫০ শতাংশ অর্থ সরকার বহন করলেও বাকি ৫০ শতাংশ অর্থ নিজেকে বহন করতে হচ্ছে। সুবীর রায় বলেন, ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে যাব্, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে গর্বের বিষয়। দেশের নাম উজ্জ্বল করাই আমার লক্ষ। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হবে। ভালো খেলতে পারলে এখান থেকেই বিশ্বকাপের জন্য বাছাই হতে পারব। খেলাধূলার পাশাপাশি চাকরি করে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই।

টি টোয়েন্টির স্বপ্ন পূরণের অপেক্ষায় দিন গুনছে মেখলিগঞ্জের সঞ্চিতা অধিকারী

মেখলিগঞ্জঃ ২০২২-২৩ সালের টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় সিনিয়র মহিলা দলে সুযোগ পেয়েছেন কোচবিহার জেলার একেবারে প্রান্তিক এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিতা অধিকারী। তিনি জানান, ৫ আগস্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের তরফে ২০২২-২৩ সালের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের সাম্ভাব্য সিনিয়র দলের নাম ঘোষণা করা হয়। সঞ্চিতা জানায়, আগস্টের ৫ তারিখে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের তরফে ২০২২—২৩ সালের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের সাম্ভাব্য মহিলা সিনিয়র দলের নাম ঘোষোণা করা হয়। এই তালিকায় মোট ৪২ জনের মধ্যে নাম ছিল সঞ্চিতার। আগস্টের ৭ তারিখে ঐ তালিকা পাওয়ার পরই কলকাতায় চলে যান তিনি। বর্তমানে সেখানেই রয়েছেন তিনি। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই দলের প্রথম তালিকা প্রকাশিত হবে। এরপর প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে। আর তাপরেই হবে ফাইনাল টিম সিলেকশন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্চিতার ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ ছিল। ২০১৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়েসে সঞ্চিতা অনুর্ধ্ব দলে সুযোগ পায়। বাবা নীলরতন অধিকারী জানান, সঞ্চিতা বরাবরই ক্রিকেট পাগল। নিজের চেষ্টায় ও এগিয়ে যাচ্ছে। টোটো চালিয়ে যা আয় হয় তাতে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য না থাকায় মেয়েকে সে ভাবে সাহায্য করতে পারিনি। এমনকি মেলেনি সরকারি সাহায্যও। মেখলিগঞ্জ মহকুমার ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক পুলক পাল বলেন, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প থেকেই সঞ্চিতার ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আর্থিক ভাবে অসচ্ছল থাকায় ওকে নানা ভাবে সাহায্য করা হয়েছে। তাই এবার সরকারি সাহায্য পেলে ওর পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96